ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 Augest, 2023 ■ আগরতলা ৯ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অতিবৃষ্টিতে জাতীয় সড়কে বড়সর ভাঙ্গন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। সাব্রুম ৮ নং জাতীয় সড়কের মনু লাচি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় অতি বৃষ্টির ফলে জাতীয় সড়কে বড়সড় ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাটি ভেঙে ৫০ শতাংশের অধিক চলে যায় পাশের খাদে। ধীরে ধীরে আটকে পরে যান চলাচল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই দিন আবার বহু যাত্রীবাহী গাড়ি রাস্তার একপাশ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করলেও বীরচন্দ্র মনুর থানার পুলিশ সেখানে থাকলেও সেসব গাড়ি চালকদের বাধা দেয়নি। ব্যাপক ঝুঁকি বাড়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আতঙ্ক। পূর্ত দপ্তর এবং রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থা কারোর কোনো হেলদোল ছিল না।

যে কোনো বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরও জানা গেছে দীর্ঘ তিন থেকে চার বছর আগে রাস্তাটি সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত তিন দিনের লাগাতার বৃষ্টিতে রাস্তাটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে। তবে এখানেই শেষ নয় আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর অনুযায়ী আরো অতিবৃষ্টি হতে পারে। তাহলে সাব্রুম জাতীয় সড়ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ।

উড়িষা হাইকোট

প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। রাজ্যপাল গণেশী লাল আজ ওড়িশা হাইকোর্টে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধান বিচারপতি হিসেবে তলাপাত্রকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস মুরলিধরের স্থলাভিষেক হিসাবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গর্বের বিষয়। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের তরফে সম্পাদক আইনজীবী প্রণবাশীষ মজুমদার ও কার্যকরী কমিটির সদস্য আইনজীবী কৌশিক নাথ উপস্থিত ছিলেন।

পর্ষদের নতুন সভাপতি ড: ধনঞ্জয় গন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সভাপতি ড: ধনঞ্জয় গন চৌধুরী। মঙ্গলবার তিনি নিজ দায়িত্বভার গ্রহন করেছেন। নয়া সভাপতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পর্ষদের অন্যান্য কর্মী এবং বিদায়ী পর্ষদ সভাপতি। ড: ভবতোষ সাহা নতুন সভাপতিকে এদিন সমস্ত দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। এদিকে পর্ষদের সদস্যরা বিদায়ী সভাপতিকে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছেন। দায়িত্বভার গ্রহন করে পর্ষদ সভাপতি বলেন, এই পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। তাই সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে আগামী দিনে তিনি পর্ষদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

৯.২ লাখ টাকার হেরোইন সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। হেরোইন সহ আটক এক ব্যক্তি। আগরতলা সেক্টর আসাম রাইফেলসের রাধানগর ব্যাটেলিয়ানের সদর দপ্তর জ্ওঙ্ট(ক্স) এর তত্ত্বাবধানে এবং কমলপুর থানার যৌথ অভিযানে মঙ্গলবার এই হেরোইন উদ্ধার হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গোপন খবরের ভিত্তিতে কমলপুর থানা এবং আসাম রাইফেলসের রাধানগর ব্যাটেলিয়ানের যৌথ উদ্যোগে কমলপুর থানার অন্তর্গত এরার পার বাজার এলাকা থেকে ২৩ গ্রাম গ্রেড -১ হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মুল্য আনুমানিক ৯.২ লক্ষ টাকা।

আটককৃত অভিযুক্তকে কমলপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজ্যে দুটি আসনে উপনির্বাচনে ভোট ৫ সেপ্টেম্বর, গননা ৮ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। ত্রিপুরার দুটি আসনে উপ-নির্বাচন ঘোষণা হলো মঙ্গলবার। এদিন ঝাড়খন্ড, কেরালা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের উপ-নির্বাচনের ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ত্রিপুরার দুটি গুরুত্বপূর্ণ আসন ২০ বক্সনগর এবং ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে উপনির্বাচন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সচিব সঞ্জীব কুমার প্রসাদ এক বিবৃতি জারি করে এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, গেজেট নোটিফিকেশন জারি করার দিন আগামী ১০ আগস্ট।মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, মনোনয়নপত্র যাচাই করার দিনক্ষণ আগামী ১৮ আগস্ট, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিনক্ষণ আগামী ২১ আগস্ট, ভোট অনুষ্ঠিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর, গণনা আগামী ৮ সেপ্টেম্বর এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হবে ১০ সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী হয়েছিলেন শামসুল হক। গত কয়েকদিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি পরবর্তী সময় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেল বেলা ভোট ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে দৌড়ঝাপ। বক্সনগর এবং ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

রাজ্যে নির্বাচন দপ্তর থেকে চলছে জোড় প্রস্তুতি। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণের পর বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক আবারো কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে পুনর্সাপনে শূন্য হয়ে পরে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র। অপরদিকে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শামসুল হক ১৯ জুলাই প্রয়াত হওয়ায় এই কেন্দ্রটিও শূন্য হয়ে পড়েছে। ফলে দুটি কেন্দ্রেই হতে যাচ্ছে উপনির্বাচন।

প্রার্থী নিয়ে সবকটি রাজনৈতিক দলের কাজিয়া লড়াই। ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হতে পারেন রাজীব ভট্টাচার্য, সিপিআইএম এর প্রার্থী হতে পারেন কৌশিক চন্দ্র। অপরদিকে বক্সনগর বিধানসভার কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে দলীয় মনোনয়নপত্র পেতে পারেন তোফাজ্জল হোসেন অথবা দেবব্রত ভট্টাচার্য। যদি বিরোধীদের জোট প্রার্থী হয় তাহলে কংগ্রেস ও সিপিআইএমের জোট প্রার্থী হয়ে লড়াই করতে পারেন বিল্লাল মিয়া।

যদি সিপিআইএম একা লড়াই করে তবে প্রার্থী দিতে পারেন অহিদুর রহমান অথবা আবু জাফর যে কোন একজন।তবে ইতিমধ্যে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বেদের মধ্যে চলছে জোড়চর্চা। তবে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রেরটি বরাবরই বামেদের দখলে থাকে।

এবং ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ২০২৩ সালে বিজেপির দখলে যায়। ইতিমধ্যে শাসক বিজেপি দল দলীয় সাংগঠনিক প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। তবে এবার ধনপুর এবং বক্সনগর বিধানসভা থেকে শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে প্রার্থী কে হয় সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর অনাস্থা প্রস্তাবের জবাব দেবেন রাহুল

অভিজিৎ চৌধুরী

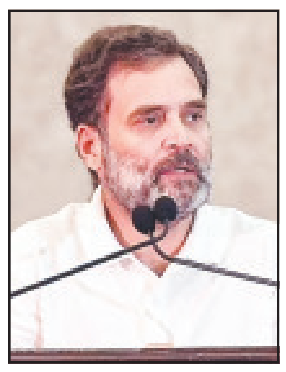

নয়াদিল্লি, ৮ আগষ্ট।। আজ বিকেলে লোকসভার দিকে সকলের নজর ছিল যখন রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরু করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু জনগণকে বিস্মিত ও হতাশা প্রকাশ করার জন্য, হাউসের উপনেতা গৌরব গগৈ বিতর্ক শুরু করেছিলেন।

যদিও কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক কারণ বাড়ানো হয়নি তবে এই সংবাদদাতা একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাড়িতে উপস্থিত না থাকার পরে কংগ্রেস পার্টি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এটি কৌশলের একটি অংশ ছিল যে রাহুল গান্ধী বিতর্কে অংশ নেননি কারণ দলের মনে হয়েছিল যে তিনি যদি আজ কথা বলতেন তবে স্মৃতি ইরানি, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, নির্মলা সীতারামনের মতো বিজেপির সমস্ত বড় বন্দুক রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করত এবং মিডিয়া নিরলসভাবে রাহুলের বক্তৃতা কমিয়েছে।

রাহুল গান্ধীর জায়গায় গৌরব গগৈকে প্রথম প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত এমনকি সরকারকেও অবাক করেছে কারণ শ্রী জোশী কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হাউসে উত্থাপন করেছেন যে স্পিকারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে রাহুল গান্ধী বিতর্ক শুরু করবেন তবে এটি সরকারকেও অবাক করেছে .বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

এখন দেখার বিষয় যে রাহুল গান্ধী আগামীকাল বা ১০ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনাস্থা প্রস্তাবের জবাব দেবেন তখন কথা বলবেন।

জাগরণ সম্পাদকের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। তাঁর হৃদযন্ত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরুর নারায়ণা হৃদয়ালয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সমস্ত পরীক্ষার পর তাঁর অবস্থা খুবই সংকটজনক দেখে চিকিৎসক তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করেছেন। হৃদযন্ত্রে সমস্যার পাশাপাশি তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। ফলে, তাঁকে ৪৮ ঘন্টা চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের বক্তব্য, ৪৮ ঘন্টা পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের গাছ পাচারের সময় আটক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগষ্ট।। সিপাহীজলা অভয়ারণ্য ত্রিপুরার অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র। শুধু এই রাজ্যের নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় স্থান। এখান কার সেগুন গাছের বাগান এই অভয়ারণ্যের গরিমা কে আরো প্রস্ফুটিত করে রেখেছে। কিন্তু বনদস্যুদের হাতে নির্বিচারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই সেগুন গাছের বাগান। বিগত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণের মধ্যে একদল বনদস্যু সুযোগ পেয়েছে সেগুন গাছের লগ পাচার করার। মঙ্গলবার সকাল দশটায় সিপাহীজলা বন কর্মীদের হাতে আটক দুটি গাছের লগ বোঝাই বোলেরো গাড়ি। জানাযায় অবৈধভাবে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য থেকে সেগুন গাছ কেটে পাচার করার উদ্দেশ্যে দুটি নাম্বার বিহীন বোলেরো গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ কাঁদার মধ্যে আটকে পড়ায় বনদস্যুদের সেই পাচারের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেনি।এমনটাই খবর পেয়ে সিপাহীজলার চড়িলাম রেঞ্জের ফরেস্টার সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে বনকর্মীরা ছুটে আসে। বনকর্মীদের আসার খবর পেয়ে বনদস্যুরা সেগুন গাছের লগ বোঝাই দুটি বোলেরো গাড়ি সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে ফেলে পালিয়ে যায়, পরবর্তী সময়ে বন কর্মীরা দুটি লগ বোঝাই গাড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যায় চড়িলাম রেঞ্জ অফিসে। ফরেস্টার সুকান্ত দাস জানান আগামী দিনে কর্মীদের আরো টহলদারি আরো জোরদার করা হবে।তাছাড়াও গতকাল বিশালগড় চন্দ্রনগর থেকে একটি চেরাই কাঠের মেইল উদ্ধার করেছে এসডিএফও পল্লব চক্রবর্তী।

বনদস্যুদের বিরুদ্ধে এই অভিযান এ অভিযান জারি থাকবে বলে জানান বন দপ্তরের আধিকারিক পল্লব চক্রবর্তী।

স্থায়ী নিয়োগের দাবীতে বিক্ষোভে সামিল চুক্তি ভিত্তিক নার্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালের ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে করোনার প্রকোপ চলাকালিন সময় চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত নার্সরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় করোনার প্রকোপ চলাকালিন সময় জরুরি ভিত্তিতে ২০ হাজার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক

কাটমানি ও সিন্ডিকেট ব্যবস্থাকে কঠোর হাতে দমন করতে পুলিশকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসের (ডা.) মানিক সাহা জেলাস্তরের পুলিশ আধিকারিকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক সৌরভ ত্রিপাঠী, আইজিপি আর জি কে রাও, ডিআইজি মানচাক ইপ্পার, জেলার পুলিশ সুপারগণ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকগণ, রাজ্যের বিভিন্ন থানার ওসি ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে মাদক পাচার ও ব্যবহার বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে সরকার। রাজ্যে মাদক কারবারের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এবিষয়ে আজকের বৈঠকে পুলিশ আধিকারিকদেরও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাটমানি ও সিণ্ডিকেট ব্যবস্থাকে কঠোর হাতে দমন করতে আরক্ষা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবৈধভাবে রোহিঙ্গারা ত্রিপুরাকে করিডোর করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করছে। এক্ষেত্রে পুলিশকে কঠোর নজরদারি রাখার জন্য বলা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকা দিয়ে গরু পাচার রোধে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ স্টেশন এবং বিএসএফ-এর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য বৈঠকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৈঠকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এবছর রাজ্য পুলিশের ১৫০তম বার্ষিকী উ্যাপিত হচ্ছে যা অত্যন্ত গর্বের। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ত্রিপুরা পুলিশের উজ্জল দৃষ্টান্তগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা সহ সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বিষয়সমূহ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্যে সাইবার পুলিশ স্টেশনের উদ্বোধন করা হবে। অপরাধের হারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিয়া ফিরে পেল নতুন জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। দিয়া দাস। তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে। অমরপুরে নিজের বাড়িতেই খেলা করছিল সে। খেলতে গিয়ে হঠাৎ কয়েন মুখে দিয়ে দেয় সেই অবুঝ শিশু খেলনার জিনিস ভেবে। শিশুজাত প্রবৃত্তি তো তার থাকারই কথা। পূর্ব রাঙামাটি গ্রামে দিয়ার বাড়িতে হঠাৎ চিৎকার। ততক্ষণে কয়েন বা মুদ্রা দিয়ার খাদ্যনালীর দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসা হয় অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে। অবস্থা বেগতিক দেখে চিকিৎসকরা গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক দল সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠেন দিয়াকে বাঁচানোর জন্য। শেষে চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ মল্লিকের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম গঠিত হয়। ডাঃ সুকান্ত সাহা, ডাঃ আক্রাম হুসেন, ডাঃ বাপী দাস , সিস্টার সুমনার চেষ্টায় দিয়ার খাদ্যনালী থেকে কয়েনটিকে বের করা হয়। ডাঃ প্রদীপ মল্লিক জানান, দিয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ইতিমধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হয়েছে।

তবে কয়েন বা মুদ্রা, আলপিন, লোহা, ক্লিপ, গয়না, সেফটিপিন, ওষুধ এসব শিশুদের জন্য মারাত্নক হতে পারে। তাই এসব কিছু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখার জন্য অভিভাবকদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৯৭ ▫ ৯ আগস্ট ২০২৩ ইং ▫ ২৩ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অনাস্থা নিয়ে এককাট্টা বিরোধীরা, পাল্টা বিজেপিও

সংসদে শুরু হইল অনাস্থা প্রস্তাব নিয়া বিশেষ আলোচনা। আলোচনার প্রথম পর্বে নিজ নিজ অবস্থানে অটল থেকে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের তির ছুড়িয়া দিতে কার্পণ্য করিলেন না শাসক এবং বিরোধী জোট শিবিরের প্রতিনিধিরা। মণিপুর ইস্যুতে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা শুরু হইতেই সংসদীয় বিতর্কে জমজমাট হইয়া ওঠে লোকসভা।মোদি সরকারকে তীব্র নিশানা করেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ, বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, মণীশ তিওয়ারি, এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, সপা নেত্রী ডিম্পল যাদব, আরএসপি সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রণ প্রমুখ। অন্যদিকে, মোদি সরকারের কার্যকালে গড়িয়া ওঠা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সাফল্যের বিবরণ তুলিয়া ধরিবার পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত একনাথ শিণ্ডে, নির্দল সাংসদ নভনীত রাণা প্রমুখ।এসবের মাঝেই শেষ মুহূর্তে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রণকৌশলে পরিবর্তন আনিয়া রাহুল গান্ধিকে দিয়া এদিন বক্তব্য পেশ করায়নি কংগ্রেস, যদিও রাহুল এদিন আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন সভায়। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আগে ‘ওস্তাদের মার শেষ রাতে’ নীতি মানিয়াই রাহুলকে রণাঙ্গনে নামাইতে চায় কংগ্রেস। এদিন রাহুল গান্ধি কেন বক্তব্য রাখিলেন না, তাহা নিয়া কটাক্ষ করেন ট্রেজারি বেঞ্চের বহু সাংসদ, এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীও।’

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। এদিনও প্রথম আক্রমণ করিবার গুরুদায়িত্বও বর্তায় তাঁহারই কাঁধে। মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করিতে গিয়া গগৈ বলেন, ‘আমরা অনাস্থা আনিতে চাইনি। অগ্নিগর্ভ মণিপুর নিয়া প্রধানমন্ত্রী কোনও কথা না বলায় বাধ্য হইয়াই অনাস্থা আনিতে হইয়াছে।শাসক শিবিরের উদ্দেশ্যে এদিন তিনটি প্রশ্ন ছুড়িয়া দেন গগৈ- কেন মণিপুর নিয়া মন্তব্য বা উপদ্রুত রাজ্য পরিদর্শনে যাননি মোদি? কেন ৮০ দিন সময় লাগিল প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর নিয়া ৩০ সেকেন্ডের বক্তব্য রাখিতে? কেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেননি তিনি?গগৈ বলেন, ‘এতে প্রমাণিত যে ডবল ইঞ্জিন সরকার ফেল করিয়াছে।

চোখের চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, সতর্ক করলেন এইমস-এর চিকিৎসক

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি-সহ উত্তর ভারত এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কনজেক্টিভাইটিস (চোখের ফ্লু) সংক্রমণের ঘটনা উপর্যুপরি বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে চোখের চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে সতর্ক করলেন দিল্লি এইমস-এর বিশিষ্ট চিকিৎসক। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ চক্ষুবিদ্যা কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ জেএস তিতিয়াল বলেছেন, স্টেরয়েডযুক্ত চোখের ড্রপ ব্যবহার করলে দুই সপ্তাহ পর কর্নিয়ায় দাগ ও চোখের ওপর চাপ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

তিনি যোগ করেছেন, এইমস নিজস্ব চিকিৎসা প্রোটোকলে স্টেরয়েড অন্তর্ভুক্ত করেনি। এটি রোগীদের তখনই দেওয়া উচিত যখন ভীষণ প্রয়োজন। ডাঃ জেএস তিতিয়াল বলেন, স্টেরয়েড দিলে রোগীরা দ্রুত আরাম পেলেও, পরবর্তীতে চোখের ক্ষতি ও জ্যোতি দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটিও সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। একই পরিবারে বেশি সদস্য আক্রান্ত হলে একই চোখের ড্রপ না লাগাতে পরামর্শ দিয়েছেন ডাঃ জেএস তিতিয়াল।

জ্ঞানবাপী মসজিদে পঞ্চম দিনে পড়ল এএসআই-এর সমীক্ষা, হিন্দু পক্ষ ব্যক্ত করল খুশি

বারাণসী, ৮ আগস্ট (হি.স.): বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে মঙ্গলবার পঞ্চম দিনে পড়ল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’-র কাজ। বিগত ৪ দিনের মতো মঙ্গলবারও জ্ঞানবাপী মসজিদের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

হিন্দু পক্ষ এদিন সকালে ব্যক্ত করল নিজেদের খুশি। হিন্দুপক্ষের আবেদনকারী রেখা পাঠক বলেছেন, ’তহখানা’’ আজ খোলা হতে পারে... আমরা সমীক্ষা নিয়ে খুবই উদগ্রীব। সকালে উঠে ডিউটিতে যাওয়া আমাদের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে... এভাবেই আমরা অনুভব করি...আমাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা।’ হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সুধীর ত্রিপাঠী বলেছেন, ’সকাল ৮টায় সমীক্ষা শুরু হয়েছে... মনে হচ্ছে গম্বুজের সমীক্ষা শেষ হয়নি। ’’তহখানা’’ও সমীক্ষা করা হচ্ছে... ধ্বংসস্তূপ অপসারণ না করে, ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি সম্ভব নয়।’

মহারাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ফোন করে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি! ৬১ বছরের পৌঢ় গ্রেফতার

মুম্বই, ৮ আগস্ট (হি.স.): ’’’’এক-দু’’’’দিনের মধ্যে সন্ত্রাসী হামলা’’’’-মহারাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ফোন করে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বছর ৬১-এর পৌঢ়কে করল মুম্বই পুলিশ। সোমবার রাতে মহারাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ফোন করে সে এমন হুমকি দেওয়া হয়। এই হুমকি ফোন পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে মুম্বই পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় ওই পৌঢ়কে। ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে বলে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ’সোমবার রাতে এক ব্যক্তি মহারাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ফোন করে হুমকি দেয় এক-দু’’’’দিনের মধ্যে সন্ত্রাসী হামলা হবে।’ পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, কান্দিভালি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম-প্রকাশ কৃষ্ণচন্দ খেমানি (৬১)। তাঁকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে।

উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই বৃষ্টির পূর্বাভাস, মনোরম আবহাওয়া তিলোত্তমায়

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলায় হতে পারে ভারী বৃষ্টি, উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় রয়েছে বর্ষণের সম্ভাবনা। মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বৃষ্টি হতে পারে নদিয়া, বীরভূম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সমুদ্রও উত্তাল থাকবে। মৎস্যজীবীদের আপাতত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা ও অন্যান্য জেলার তাপমাত্রা কমেছে।

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর

প্রদীপ দেব

মহাবিশ্বের মহাজাগতিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেকগুলো শক্তিশালী টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে। কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে ছুটে আসা মহাজাগতিক বিদ্যুৎ—চুম্বক তরঙ্গ শনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করে মহাজাগতিক ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য মহাকাশেই স্থাপন করা হয়েছে ‘অবজারভেটরি’ বা মানমন্দির। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবজারভেটরি, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কিলোমিটার দূরে মহাকাশে ভেসে ভেসে মহাজাগতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করছে, তার নাম ‘চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি’। যাঁর নাম অনুসারে এই অবজারভেটরির নাম রাখা হয়েছে, তিনি আমাদের উপমহাদেশের সন্তান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর। বিজ্ঞানী মহলে যিনি ‘চন্দ্র’ নামে পরিচিত।

১৯৯৮ সালে নাসা তাদের নতুন এক্স-রে অবজারভেটরির জন্য নাম আহ্বান করে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। প্রায় ছয় হাজার মানুষ চিঠি লিখে নাম পাঠান। এর মধ্যে বেশির ভাগই বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর নাসার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, এক্স-রে অবজারভেটরির নাম রাখা হবে ‘চন্দ্র’। অবজারভেটরি সেন্টারের পরিচালক হার্ভি ট্যানানবাম বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝার জন্য সারা জীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন চন্দ্রশেখর।

ব্রিটিশ অ্যাস্ট্রোনোমার জেনারেল মার্টিন রিজের মতে, আইনস্টাইনের পর চন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মহাবিশ্ব নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে এবং এত গভীরভাবে ভেবেছেন। পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের মতে, চন্দ্রশেখর মহাবিশ্বকে বুঝেছিলেন আইনস্টাইনের চেয়েও সঠিকভাবে; কারণ, আইনস্টাইন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, আর চন্দ্রশেখর ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৩ সালে। নক্ষত্রের ভরের সীমাসংক্রান্ত যে গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান, সেই গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিলো এই উপমহাদেশে ১৯২৯ সালে,চন্দ্রশেখরের বয়স তখন মাত্র ১৯ বছর।

চন্দ্রশেখর নিজের জন্মতারিখ বলতেন ‘নাইন্টিন টেন নাইন্টিন টেন’ অর্থাৎ ‘উনিশ দশ উনিশ দশ’। ১৯১০ সালের ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে (বর্তমানে পাকিস্তান) জন্ম চন্দ্রশেখরের। চন্দ্রশেখরের বাবা সুব্রাহ্মনিয়ান ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কাকা ভেঙ্কটরমনও (নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সি ভি রমন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগপর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন। ১৯১০ সালে চন্দ্রশেখরের জন্মের সময় সুব্রাহ্মনিয়ান নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ডেপুটি অডিটর জেনারেল হিসেবে লাহোরে কর্মরত ছিলেন। বদলির চাকরির কারণে কয়েক বছর পরপর তাঁদের বাসস্থান বদলে যেত। ফলে চন্দ্রশেখরের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বাড়িতেই। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে বাবা ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করেছেন চন্দ্রশেখর। ইচ্ছেমতো গণিত ও ইংরেজির পাঠ নিয়েছেন। চন্দ্রশেখরের ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। ১৪ বছরে স্কুল সার্টিফিকেট পাস করে চন্দ্রশেখর ভর্তি হন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে ডিস্টিংশনসহ উচ্চমাধ্যমিক পাস করলেন চন্দ্রশেখর। পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বিএসসিতে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিরিজ বক্তৃতা দিয়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে বক্তৃতা দিতে এলেন আর্নল্ড সমারফেল্ড। এত বড় একজন পদার্থবিজ্ঞানীর লেকচার শুনতে পারবেন ভেবে চন্দ্রশেখর ভীষণ উত্তেজিত। তিনি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছেন সমারফেল্ডের বিখ্যাত বই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্পেকট্রা লাইন্স। শুধু পড়া নয়, বইতে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধানও করে ফেলেছেন নিজে নিজে।

সমারফেল্ডের বক্তৃতার পরের দিন আত্মবিশ্বাসী তরুণ চন্দ্রশেখর হোটেলে গিয়ে দেখা করলেন সমারফেল্ডের সঙ্গে। চন্দ্রশেখরের আগ্রহ আর এত কম বয়সেই পরমাণুর গঠন—সম্পর্কিত জটিল ধারণাগুলো আয়ত্ত করে ফেলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন সমারফেল্ড। কিন্তু তিনি যখন বললেন, তাঁর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বইয়ে বর্ণিত কোয়ান্টাম মেকানিকসের তত্ত্বগুলো ইতিমধ্যে পুরোনো হয়ে গেছে, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর। সমারফেল্ড অনেকক্ষণ ধরে কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের কথা বললেন চন্দ্রশেখরকে। বললেন শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক ও পাউলির নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা। চন্দ্রশেখর ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যানের ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিকস আত্মস্থ করেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু সমারফেল্ড জানালেন ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যান তত্ত্বেও পরিবর্তন আসছে। সমারফেল্ড কোয়ান্টাম মেকানিকসের আলোকে ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকস সম্পর্কিত তাঁর প্রকাশিতব্য একটা গবেষণাপত্রের প্রুফ পড়তে দিলেন চন্দ্রশেখরকে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে পদার্থের ইলেকট্রন তত্ত্বের ওপর প্রথম পেপারটি পড়ে ফেললেন চন্দ্রশেখর, প্রকাশিত হওয়ার আগেই। জ্বলতে জ্বলতে নিজের নিউক্লিয়ার শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে হোয়াইট ডোয়ার্ফে পরিণত হয়েছে একটা নক্ষত্র সমারফেল্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯২৮ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিকস—এ প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের প্রথম গবেষণাপত্র থার্মোডায়নামিকস অব দ কম্পটন ইফেক্ট উইথ রেফারেন্স টু দ্য স্টারস। তারপর সমারফেল্ডের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকসের পেপারটির ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি রচনা করেন চন্দ্রশেখর। দ্য কম্পটন স্ক্যাটারিং অ্যান্ড দ্য নিউ স্ট্যাটিসটিকস শিরোনামের পেপারটির বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে চন্দ্রশেখর ভাবলেন, পেপারটি রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশ করবেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটির কোনো ফেলোর সুপারিশ ছাড়া রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য কোনো গবেষণাপত্র বিবেচিত হয় না। চন্দ্রশেখর চাইলেই তাঁর কাকা ভেঙ্কটরমনের মাধ্যমে পেপারটি রয়েল সোসাইটিতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তিনি চাননি ব্যক্তিগত পরিচিতি কাজে লাগাতে। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন আসা সায়েন্টিফিক জার্নাল খুঁজে দেখলেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো রালফ ফাওলার ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকস কাজে লাগিয়ে শ্বেত-বামনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দ্রশেখর জার্নাল থেকে ঠিকানা নিয়ে রালফ ফাওলারের কাছে তাঁর পেপারটি পাঠিয়ে দিলেন। ফাওলার এত উঁচুমানের পেপার পেয়ে খুশি হয়েই রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯২৯ সালে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গবেষণাপত্র। ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স পাস করার আগেই চন্দ্রশেখরের আরও দুটি পেপার প্রকাশিত হয় ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে।

সে বছরই স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে রওনা হলেন চন্দ্রশেখর কেমব্রিজে গিয়ে প্রফেসর রালফ ফাওলারের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করার জন্য। প্রফেসর ফাওলারের শ্বেত—বামন তত্ত্ব—সংক্রান্ত যত পেপার প্রকাশিত হয়েছে, তার সব কটিই গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন চন্দ্রশেখর কেমব্রিজে যাওয়ার আগেই। ফাওলারের তত্ত্ব সম্প্রসারণ করে নিজেই একটা পেপার লিখে সঙ্গে নিয়েছিলেন জাহাজে ওঠার আগে। আর জাহাজে বসে হাত দিলেন নতুন আরেকটি পেপার লেখার কাজে। প্রফেসর রালফ ফাওলার শ্বেত বামন নক্ষত্রের ধর্মাবলি ব্যাখ্যা করেছেন ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন ব্যবহার করে।

যেসব নক্ষত্র জ্বলতে জ্বলতে সেগুলোর নিউক্লিয়ার শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে, সাধারণত সেই সব নক্ষত্রকে হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত---বামন বলা হয়। এই নক্ষত্রগুলোর মহাকর্ষ বল এত বেড়ে যায় যে সেগুলোর ঘনত্ব সাধারণ পদার্থের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি হয়ে পড়ে। ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো তাপ বিকিরণ করে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে শুরু করে। ফাওলার শ্বেত-বামনের ভর ও ঘনত্বের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সেই সময়ের পরীক্ষামূলক ফলাফলের সঙ্গে মিলে যায়।

জাহাজে বসে চন্দ্রশেখর নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন শ্বেত-বামনের ঘনত্ব ও ভর নিয়ে। ফাওলার ইলেকট্রনকে নন-রিলেটিভিস্টিক বা অনাপেক্ষিক কণা হিসেবে ধরে নিয়ে হিসাবের মধ্যে নিউটনিয়ান মেকানিকস প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শ্বেত---বামনের কেন্দ্রে ইলেকট্রনগুলো এত জোরে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা কিছুতেই অনাপেক্ষিক থাকতে পারে না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এখানে প্রয়োগ করতেই হবে। নক্ষত্রগুলোর একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ধরে নিয়ে ফাওলার হিসাব করে দেখিয়েছেন, শ্বেত—বামনের ঘনত্ব হবে ভরের বর্গের সমানুপাতিক। একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা বোঝা যায়। নক্ষত্রের ভর যত বেশি হবে, মাধ্যাকর্ষণ বল তত বেশি হবে; ফলে নক্ষত্রের ভেতরের পদার্থগুলো ঘন হয়ে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাবে আর ঘনত্ব বেড়ে যাবে। ফলে নক্ষত্রের আয়তন খুব কমে যাবে। সেগুলো এত ছোট হয়ে যাবে যে সেগুলো আর দেখা যাবে না। সে কারণেই সূর্যের চেয়ে বেশি ভরের কোনো শ্বেত—বামন নক্ষত্র দেখা যায় না।

চন্দ্রশেখর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখলেন, ভরের তুলনায় শ্বেত—বামনের ঘনত্ব ফাওলারের হিসাবের তুলনায় আরও অনেক বেড়ে যায়। ভর বৃদ্ধির সঙ্গে ঘনত্বের দ্রুত বৃদ্ধিই শুধু হয় না, একটা নির্দিষ্ট ভরের বেশি হলে ঘনত্বের পরিমাণ হয়ে যায় অসীম। ভরের এই নির্দিষ্ট সীমাই পরে ‘চন্দ্রশেখর লিমিট’ হিসেবে গৃহীত হয়। ভরের এই সীমা নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে।

চন্দ্রশেখর জাহাজে বসে ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর আগেই লিখে শেষ করলেন তাঁর পেপার ‘দ্য ম্যাক্সিমাম মাস অব আইডিয়েল হোয়াইট ডোয়ার্ফ’। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে কোনো শ্বেত—বামনের ভর সূর্যের ভরের ৯০ শতাংশের বেশি হলে তার ঘনত্ব অসীম হয়ে যাবে। পরে অবশ্য এই মান কিছুটা পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে চন্দ্রশেখর লিমিট হলো সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ। এর ৫৩ বছর পর ১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কার পান এই কাজের জন্য, যা তিনি করেছিলেন মাত্র ১৯ বছর বয়সে ভারত থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে জাহাজে বসে।

কেমব্রিজে গিয়ে প্রফেসর ফাওলারের সঙ্গে দেখা করলেন চন্দ্রশেখর। ফাওলারের সঙ্গে দেখা করেই তিনি নতুন লেখা পেপার দুটি দেখালেন। প্রথম পেপার, যেটাতে ফাওলারের কাজ বিস্তৃত করা হয়েছে, তা খুশি মনে মেনে নিলেন ফাওলার এবং রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পেপার যেটাতে চন্দ্রশেখর ভরের সীমা হিসাব করেছেন, সেটা নিয়ে ফাওলার দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। ফাওলার বললেন পেপারটা এডওয়ার্ড মিলনির কাছে পাঠিয়ে মতামত নিতে। কিন্তু কয়েক মাস পরও ফাওলার বা মিলনির কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না পেপারটির ব্যাপারে। চন্দ্রশেখর বুঝতে পারলেন যে ফাওলার হয়তো চাচ্ছেন না যে পেপারটি এখন প্রকাশিত হোক। চন্দ্রশেখর আর অপেক্ষা করলেন না। পেপারটির ছোট একটা সংস্করণ (মাত্র দুই পৃষ্ঠা) পাঠিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে। পরের বছর অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের বিখ্যাত গবেষণাপত্রদ্য ম্যাক্সিমাম মাস অব আইডিয়েল হোয়াইট ডোয়ার্ফ (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল, (১৯৩১) সংখ্যা ৭৪, পৃ. ৮১-৮২)।

রিলেটিভিস্টিক আয়োনাইজেশন ও মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে ১৯৩৩ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করলেন চন্দ্রশেখর। এরপর ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পেলেন। রামানুজনের পরে চন্দ্রশেখরই হলেন দ্বিতীয় ভারতীয়, যিনি এই ফেলোশিপ পেলেন। ১৯৩৪ সালের মধ্যে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের আলোকে শ্বেত—বামনের ভর ও ঘনত্বের সীমা নিয়ে বিস্তারিত হিসাবসহ দুটি পেপার প্রকাশের জন্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে জমা দিলেন। রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে সোসাইটির মাসিক সভায় বক্তৃতা দেন চন্দ্রশেখর। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যার আর্থার এডিংটন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেই সময় এডিংটনের কথাই শেষ কথা। এডিংটন চন্দ্রশেখরের গবেষণাকে স্বীকৃতি তো দিলেনই না; বরং অপমান করলেন। এডিংটনের মতে যে কোনো তারাই শক্তিক্ষয়ের পর একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই মরে যাবে। সেখানে শ্বেত—বামন বা ভরের সীমার কোনো শর্ত থাকতে পারে না।

এর প্রায় দুই যুগ পর চন্দ্রশেখর লিমিট নিজের যোগ্যতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। চন্দ্রশেখরের সীমার চেয়ে বেশি ভরের তারাগুলোর ভবিষ্যৎ কী? এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন পাওয়া না গেলেও আজ আমরা সবাই জানি যে এরা ‘নিউট্রন স্টার’ কিংবা ‘ব্ল্যাকহোল’—এ রূপান্তরিত হয়। এডিংটনের কারণে ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রশেখরের। ১৯৩৫ সালে তিনি পাড়ি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। চার মাস কাজ করলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর যোগ দিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪২ সালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ১৯৪৪ সালে ফুল প্রফেসর হন চন্দ্রশেখর। ১৯৫২ সালে ‘মরটন ডি হাল ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস প্রফেসর’ হন। ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণের পরও ইমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে আমৃত্যু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন চন্দ্রশেখর। ৪৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ৫১ জন গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি পান চন্দ্রশেখরের তত্ত্বাবধানে। ১৯৯৫ সালের ২১ আগস্ট চন্দ্রশেখর মারা যান।

> ১৯৯৮ সালে নাসা তাদের নতুন এক্স-রে অবজারভেটরির জন্য নাম আহ্বান করে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। প্রায় ছয় হাজার মানুষ চিঠি লিখে নাম পাঠান। এর মধ্যে বেশির ভাগই বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর নাসার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, এক্স-রে অবজারভেটরির নাম রাখা হবে ‘চন্দ্র’।

ধর্মস্থান দেখতে চান ? বারাণসী হতে পারে শ্রাবণের গন্তব্য

শ্রাবণ মাসে কাশী বিশ্বনাথের পুজো দেওয়ার ইচ্ছা? তাই বারাণসী যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু বাড়ির ছোটদের নিয়ে যাবেন, একটু বেড়াতেও হবে। শুধু কয়েকটি ধর্মস্থানে ঘুরেই কেটে যেতে পারে কয়েকটি দিন। বারাণসীর আশপাশে দেখার জায়গার অভাব নেই। তবে দিন দুয়েক হাতে থাকলে কোথায় কোথায় যাবেন, তা আগে থেকে ভেবে নেওয়া জরুরি।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ অর্থাতশিবের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হল কাশী বিশ্বনাথ। শিব এখানে ”বিশ্বনাথ” বা ”বিশ্বেশ্বর” নামে পূজিত হন। শোনা যায় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। মন্দিরের পাশে সেই মসজিদটির অস্তিত্ব কিন্তু এখনও রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম এক রত্ন রাজা টোডরমল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পর আওরঙ্গজেব তা ধ্বংস করে দেন এবং শিবকে লুকিয়ে রাখেন জ্ঞানবাপী মসজিদে। ১৭৩৫ সালে মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন ইনদওরের মহারানি অহল্যাবাই। এই মন্দির নিয়েও অজস্র কাহিনি রয়েছে। পুজো দেওয়া ছাড়াও এই মন্দিরটির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে গোটা একটা দিনই লেগে যেতে পারে। পুরো বারাণসী না

ঘুরতে পারলেও দু-তিন দিনের ছুটিতে কাশীর বিশেষ কিছু জায়গা কিন্তু ঘুরে আসাই যায়। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সবচেয়ে কাছে রয়েছে এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাট নিয়ে পুরাণে বহু কথাই বর্ণিত রয়েছে। শোনা যায় মহাদেবকে এই স্থানে আমন্ত্রণ করার জন্য ব্রহ্মা ১০টি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। এই ঘাটের কাছাকাছি থাকতে পারলে ভোরে এবং সন্ধেবেলা গঙ্গা আরতি দেখতে ভুলবেন না। ঘাটের কাছেই বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে। চাইলে দেখে নিতে পারেন সেগুলিও। তবে হাতে যদি একটা গোটা দিন থাকে, তা হলে ‘‘মগনলাল মেঘরাজ’’-এর মতো বজরা থুড়ি নৌকা করে সব ক’টি ঘাট এক বার করে ছুঁয়ে যেতে পারেন।

বেনারস থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সারনাথ। এই জায়গার সঙ্গে আবার গৌতম বুদ্ধের যোগ রয়েছে। শোনা যায় বোধগয়ায় ‘‘বোধি’’ লাভ করার পর সারনাথে এসেই প্রথম ধর্মের বাণী প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হিসাবে এই জায়গা বেশ জনপ্রিয়। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সম্রাট অশোক এখানে একাধিক স্তূপ এবং মঠও নির্মাণ করেছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির দুর্গা এখানে বিন্ধ্যবাসিনী নামে পরিচিত। মহিষাসুর বধের জন্য দেবতাদের তেজে দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল এই পর্বত শিখরেই। এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই পরবর্তী কালে বধ করেছিলেন শুম্ভ-নিশুম্ভকে। আদ্যাশক্তির কোষ থেকে উত্থিত হয়েছিল বলে এই বিন্ধ্যবাসিনীর আরও এক নাম কৌষিকী। বিশালাক্ষী মন্দির সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম একটি পীঠ হল এই বিশালাক্ষী। জনশ্রুতি, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর এখানে তাঁর চোখ এসে পড়েছিল। তাই ভক্তদের কাছে এটিও একটি দর্শনীয় স্থান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি-আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করবে

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৮।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। উভয় রাজনৈতিক দল ভবিষ্যতে যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চায়। সোমবার ভারতের দিল্লিতে সফররত আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা একথা বলেন। বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড় আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রতিনিধি দলে আরও রয়েছেন ড় তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সুজিত রায় নন্দী, আরমা দত্ত ও প্রফেসর মেরিনা জাহান। দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় আওয়ামী লীগ ও বিজেপি এ অঞ্চলের স্বার্থের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দুই দেশের মধ্যে স্থল সীমান্ত ও সুমদ্র সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা হয়েছে। বিজেপির প্রেসিডেন্ট কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানান যে, আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগের কারণে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে সমস্যার সমাধান হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন।

বৈদ্যবাটিতে গঙ্গার ভাঙন ব্যাপক আকার নিচ্ছে

হুগলি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : একটু একটু করে এগিয়ে আসছে গঙ্গা। আর তার জেরেই বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘটনা হুগলির বৈদ্যবাটির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবংশী পাড়ার।

বাড়িগুলি ঘুরে দেখলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। স্থানীয়দের বক্তব্য, একাধিকবার বিভিন্ন অধিকারিক এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি। রাজবংশী পাড়ায় গঙ্গার পাড়ে শতাধিক পরিবারের বাস। তাদের মধ্যে অনেকেই মৎস্যজীবী। বাণ এলেই ফুলেফেঁপে ওঠে গঙ্গা। তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় গঙ্গার পাড়ে থাকা ওই বাড়িগুলি। ইতিমধ্যে সাত থেকে আটটি বাড়ি ভাঙনের ফলে তলিয়ে যেতে বসেছে। দাবি, যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে একটু একটু করে পাড় ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ ফুটের নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।

গঙ্গার পাড় ভাঙনের ফলে ঘাটে থাকা বাড়িগুলোতে ফাটল ধরেছে। শুধু বাড়িই নয়, গঙ্গার পাড়ে থাকা বড় বড় গাছও তলিয়ে যাচ্ছে। বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছে বাড়িগুলি। ঝুঁকি থাকলেও বাধ্য হয়ে তাতেই চলছে বসবাস।

ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বিগত বেশকিছু বছর ধরে পরিস্থিতি একই অবস্থায় রয়েছে। বরং দিন দিন যেভাবে গঙ্গার ভাঙন বাড়ছে তাতে তীরবর্তী গোটা অঞ্চলটাই তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

১৬ আগস্ট ‘খেলা হবে’ নিয়ে শহরজুড়ে বড় চমক

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : তহবিল ফাঁকা! উন্নয়নের নানা কাজ অর্থাভাবে করা যাচ্ছে না। তবুও ১৬ আগস্ট ‘খেলা হবে দিবস’ উপলক্ষ্যে কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল ম্যাচ হবে মাছে-মাংসে’। সঙ্গে দেদার খাওয়া দাওয়াও। সব পাড়াতেই শুরু হয়ে গিয়েছে এর প্রস্তুতি।

কোথাও চিকেন স্টু, কোথাও মাছ বা মাংস ভাত, অথবা চিকেন প্যাটিস। এই বিপুল আয়োজনে শুধুমাত্র কলকাতা পুরসভা এলাকার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। মেয়র পারিষদ (স্পোর্টস) দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে আলাদা করে হবে ফুটবল টুর্নামেন্ট।

তবে সব জায়গায় খাবারের মেনু এক নয়। নারকেল ডাঙা মেনরোড এলাকার তিন নম্বর বরোর চেয়ারম্যান অনিন্দ্য কিশোর রাউত জানিয়েছেন, এখানে বসিয়ে খাওয়া নয়। খেলোয়াড়দের দেওয়া হবে খাবারের প্যাকেট। ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য ইতিমধ্যেই পাড়ার ক্লাবগুলির সঙ্গে কথা বলেছেন কাউন্সিলররা।

কিন্তু বর্ষার মরশুমে বড় চিন্তা আকাশের মেজাজ। অনেক কাউন্সিলর তাই ইন্ডোর ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা ভাবছেন। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসু জানিয়েছেন, বৃষ্টি পড়লে এলগিন টার্ফে ইন্ডোর ফুটবল খেলা হবে।

চ্যাম্পিয়ন হলে রয়েছে প্রাইজ মানি, ট্রফিও। উত্তর কলকাতায় তরুণ সাহার ওয়ার্ডে প্রথম পুরস্কার ৫ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩ হাজার। খেলা হবে দিবস নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় উত্তেজনা তুঙ্গে। মেয়র পারিষদ (স্পোর্টস) দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, শহরের অলিতে গলিতে অনেকেই ভাল ফুটবল খেলেন। সুযোগ পান না। মাঠে নেমে ড্রিবল করার সুযোগ দেবে খেলা হবে দিবস।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান মোমেনের

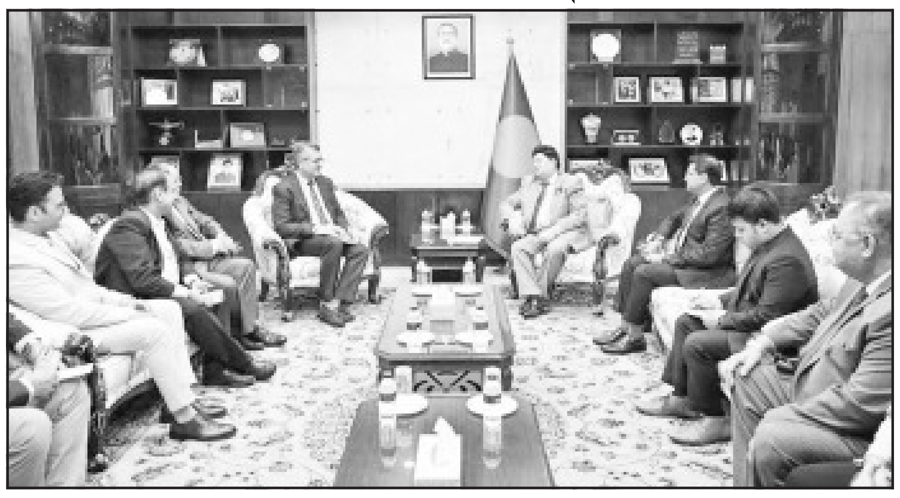

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৮।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন।

সোমবার ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ভারত থেকে আসা ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। ড় মোমেন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশই বাণিজ্য ও বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি করেছে এবং ভারত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

ড় মোমেন আহ্বান জানান, দুই দেশের একে অপরের অর্থনীতিকে পরিপূরক করার জন্য একসঙ্গে কাজ করা উচিত, বিশেষ করে যখন বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারি এবং চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে। ড় মোমেন উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উভয় দেশই উপকৃত হয়েছে। তিনি ভারসাম্যপূর্ণভাবে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কাজ করার ওপর জোর দেন এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে সব ধরনের বাণিজ্য বাধা, বিশেষ করে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণের ওপর জোর দেন। ড় মোমেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে এবং দেশের অনুকূল বিনিয়োগ ব্যবস্থার সুবিধা নিতে আমন্ত্রণ জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেন। তারা উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুতি ব্যক্ত করেন। তারা বাংলাদেশে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা বিমসটেক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য বিমসটেক চেম্বার অব কমার্স চালু করারও প্রস্তাব করেন।

বিদেশমন্ত্রী এ ধারণার প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি ৬-৮ আগস্ট ঢাকা সফরে রয়েছে। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন চেম্বার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন।

এদিকে, বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) ও ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) মধ্যে বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ঢাকার এফবিসিসিআই কার্যালয়ে বাংলাদেশে সফররত আইসিসির ৪৩ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু। আইসিসি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনটির মহাপরিচালক রাজীভ সিং। বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত সবসময়ই বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য অনেক ভালো অবস্থানে আছে এবং দিন দিন দুই দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, যা দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ অংশীদারত্ব আরও বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করেছে।

বৈঠকে আইসিসি মহাপরিচালক রাজীভ সিং বলেন, ভারতের অনেক দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল রয়েছে যারা জ্বালানি খাত নিয়ে কাজ করে। তারা তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চায়। এ ছাড়া বাংলাদেশের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে ভুটান ও নেপালে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে সঞ্চালন লাইন সরবরাহে কাজ করতে পারেন ভারতের ব্যবসায়ীরা। এ ছাড়া, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মসলা ও শাকসবজি উৎপন্ন হয়, যা বাংলাদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দুদিনের সফরে হাফলং আসছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া

হাফলং (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল বুধবার (৯ আগস্ট) দুদিনের ডিমা হাসাও জেলা সফরে আসছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া।

বৃহস্পতিবার তিনি হাফলং শহরে ড. ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল গুয়াহাটির রাজভবন থেকে বেরিয়ে সকাল ৬:৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি রেলস্টেশন থেকে ১৫৮৮৮ নম্বর ভিস্টাডম টুরিস্ট ট্রেনে রওয়ানা হবেন। যথাসময়ে নিউ হাফলং রেলস্টেশন আসার পর সেখান থেকে দুপুর ১২টায় হাফলং আবর্ত ভবনে এসে পৌঁছবেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া।

হাফলং এসে আগামীকালই আবর্ত ভবনে প্রথমে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জেলার সর্বশেষ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবেন রাজ্যপাল। এর পর রাজ্যপাল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে গিয়ে পরিষদেদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সহ অন্য পারিষদ এবং অন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন।

পরের দিন ১০ আগস্ট হাফলং শহরে ড. ভীমরাও আম্বেদকরের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন কাটারিয়া। মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর তিনি হাফলং সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন করার পাশাপাশি এমওএস-এর অধীনে নির্মিত দিলিয়াব্রা সাঙ্গিব্রার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করবেন।

এছাড়া বিকেলের দিকে হাফলং আবর্ত ভবনে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বসবেন রাজ্যপাল।

ওইদিনই রাত ১০-টায় আগরতলা-ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেসে রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া গুয়াহাটিতে রাজভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

ফের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে নির্দেশ, বারবার থেকে যাচ্ছে মুখের কথায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : এই নয়। কর্মসংস্কৃতির কথা আগেও একাধিকবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দুই পূর্বসূরী জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু সবই থেকে গিয়েছে তাঁদের মুখের কথায়।

সরকারি কাজ ফেলে রাখা চলবে না। বারবার একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীরা। এবার কাজ শেষের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মমতা। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোনও প্রকল্প ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সেই রিপোর্ট দিতে হবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে। ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তা বাস্তবায়িত করতে হবে

সরকারি দফতরে কর্মসংস্কৃতির হাল ফেরাতে অনেক আগেই কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কর্মীদের যথাসময়ে হাজিরা সুনিশ্চিত করতে হাজিরা খাতার বদলে বিভিন্ন সরকারি অফিসে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক কার্ড ব্যবস্থা। কিন্তু তার পরেও কি কর্মসংস্কৃতির গতানুগতিক ধারায় কিছু বদল এসেছে?

২০২১-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় দেশের ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আরবান ইনডেক্স’। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের নিরিখে দেশের কোন শহর কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই বোঝার চেষ্টা করা হয় ওই সমীক্ষায়। আর এর মধ্যে অবশ্যই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্কৃতি। কলকাতা ছিল সবার নিচে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাজের মান এবং পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বাম আমল হোক, বা তৃণমূল জমানা, পরিস্থিতির বিশেষ ফারাক চোখে পড়ে না। সরকারি কর্মীরা নাকি সময়ে অফিসে ঢোকেন না, বেরিয়েও যান আগেভাগে। এমনকী, টিফিন খাওয়ার নাম করে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করারও অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের সেই ‘বেহাল’ কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে গত মে মাসে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা ঘোষণা করে রাজ্য। রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রতিদিনের অফিসে উপস্থিতির সময়, ছুটি, এমনকী, লাঞ্চ ব্রেকের ক্ষেত্রেও এবার রীতিমতো নোটিস জারি করে সময় বেঁধে দেওয়া হয় সরকারের তরফে। এই চেষ্টাও ধোপে টেঁকেনি।

গত ২০ মে এ বিষয়ে একটি নোটিস জারি করা হয় নবান্নের তরফে। অর্থ দফতরের তরফে মেমোরান্ডাম জারি করে সরকারি অফিসে কর্মদক্ষতা এবং শৃঙ্খলা উন্নত করার জন্য, এবং ঝামেলা এড়াতে বেশ কিছু নয়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়। উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর আবারও জোর দেওয়া হয়।

ওপরমহল থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রধান দফতরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া অফিস চলাকালীন কোনও কর্মী বাইরে যেতে পারবেন না। এছাড়া টিফিন খাওয়া শেষ করতে হবে দুপুর ১.৩০ মিনিট থেকে ২.০০টোর মধ্যে। এবং এই টিফিন বিরতির সময়টুকু শুধুমাত্র খাবার খাওয়ার জন্যই বরাদ্দ। সেই সময়টিকে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যাবে না। এসবেও কোনও কাজ হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কাজে সফল বা আংশিক সফল হলেও কর্মসংস্কৃতি আনতে সফল হননি। খোদ নবান্নেই দেখা যায় ১১টার সময় ঢুকছেন বহু বিভাগের কর্মী। মাঝে কাজে সময়েও ঢিলেঢালা ভাব।

এর একটা বড় কারণ, কাজে নিষ্ঠা নয়, আনুগত্যটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় কোনও কর্মী-অফিসারের মূল্যায়ণে। পর্যাপ্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়না কাজের।

ফলে, আসি যাই মাইনে পাই মনোভাবটা আরও চেপে বসেছে কর্মীদের মধ্যে। বাম আমলের মত এই জোড়াফুলের আমলেও তার অন্যথা হচ্ছে না।

অহিংসবাদ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন কমলা

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে বাংলার এক স্মরণীয় বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত। ১৯০৭ সালে ঢাকার বিক্রমপুরে এক বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক ১০০ বছর আগে তিনি ছিলেন ঢাকার ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রী। ১৯২৪ সনে সেখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। এর পরে তার পরিবার কলকাতায় আসেন। তিনি বেথুন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ সনে বেথুন কলেজ থেকে বি.এ, পাশ, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ইতিহাসে এম.এ পাস করেন। এম.এ শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনৈতিক মনস্ক হয়ে ওঠেন। সে সময় ‘যুগান্তর’ দল এর কতিপয় সদস্যের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। তিনি বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের কাছে লাঠিখেলা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৯২৯ সালে যুগান্তর দলের নেতা রসিকলাল দাসের প্রেরণায় গান্ধীর অহিংসবাদ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য ‘যুগান্তর’ দলে যোগ দেন।

সহপাঠী হিসাবে ছিল কল্যাণী দাস। তিনি বীণা দাসকে রিভলবার সরবরাহ করেন যা দিয়ে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। তিনি বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার কারণে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন কিন্তু প্রমাণের অভাবে প্রত্যেক সময় মুক্তি পান। ১৯৩২-৩৮ তিনি প্রেসিডেন্সি ও হিজলী বন্দী নিবাসে আটক থাকেন। হিজলি বন্দি নিবাসে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন।

১৯৩০ সালে তিনি বাড়ি ছেড়ে দরিদ্র নারীদের জন্য একটি হোস্টেলের ম্যানেজার হিসেবে চাকরি নেন। সেখানে তিনি বিপ্লবীদের জন্য বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংরক্ষণ করতেন এবং বহন করে আনতেন। ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগ দিয়েও কারাবাস করেছেন তিন বছর (১৯৪২-৪৫)। দাংগা বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে ত্রানের কাজ করেছেন এই বিপ্লবী।

কর্মজীবনে শিক্ষকতা ছাড়াও ‘মন্দিরা’ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কমলা দাশগুপ্ত। দেশ ভাগের পরে লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী ‘রক্তের অক্ষরে’। ১৯৫৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়। তিনি পরে লিখেছিলেন ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী’ (১৯৬৩) নামে আরও একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। গ্রন্থ দুটিতে তাঁর বিপ্লবী ও রাজনৈতিক জীবনের নানা বিষয় উঠে এসেছে। কমলা দাশগুপ্ত ২০০০ সালের ১৯ জুলাই মারা যান।

অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রকে দুষলেন সৌগত

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়। মঙ্গলবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, ’এই সরকার আসলে হৃদয়হীনদের সরকার।’ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে পাঠানো নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সৌগত রায়। মঙ্গলবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, ’এই সরকার হৃদয়হীনদের সরকার। যে কোনও আবেদনেই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর ‘মৌন ব্রত’ ভাঙতে চাই, বাধ্য হয়েই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে : গৌরব গগৈ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেস বাধ্য হয়েই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। মঙ্গলবার লোকসভায় জানালেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি বলেছেন, ’এই অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যা নিয়ে কখনই নয়, মণিপুরের জন্য ন্যায়বিচারের স্বার্থে। আমি প্রস্তাব পেশ করছি, এই সদন সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। ইন্ডিয়া জোট মণিপুরের স্বার্থে এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। মণিপুর ন্যায়বিচার চায়।’

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই ‘ইন্ডিয়া’-র তরফে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে নোটিস জমা দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। সেই সঙ্গে তেলঙ্গানার শাসকদল বিআরএসের হয়ে পৃথক ভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস জমা দিয়েছিলেন লোকসভার সাংসদ নামা নাগেশ্বর রাও। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জানান, সেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) আলোচনা শুরু হবে সংসদে। ১০ আগস্ট অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নিতে হবে, তাঁর ডাবল ইঞ্জিন সরকার, মণিপুরে তাঁর সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণেই মণিপুরে ১৫০ জন মারা গিয়েছে, প্রায় ৫ হাজার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে, প্রায় ৬০ হাজার মানুষ ত্রাণ শিবিরে রয়েছে এবং প্রায় ৬,৫০০ এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যার আলোচনার, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা উচিত ছিল, গত ২-৩ দিনে সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উসকানিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন।’ গৌরব গগৈ আরও বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী সংসদে কথা না বলার জন্য ”মৌন ব্রত” নিয়েছেন। তাই তাঁর নীরবতা ভাঙতে আমাদের অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হয়েছে। তাঁর কাছে আমাদের তিনটি প্রশ্ন রয়েছে, প্রথমত কেন তিনি আজ পর্যন্ত মণিপুর সফর করেননি? দ্বিতীয়ত, কেন শেষ পর্যন্ত মণিপুর নিয়ে কথা বলতে প্রায় ৮০ দিন লেগেছিল এবং যখন তিনি কথা বলেছিলেন তা মাত্র ৩০ সেকেন্ডের জন্য ছিল? তৃতীয়ত, কেন প্রধানমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেননি?’

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ছুটির দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে থাকুক মটন কোলাপুরি

সপ্তাহান্তে একটা ছুটি। দেরি করে ঘুম থেকে উঠবেন, তার উপায় নেই। সকাল সকাল বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ, খাসির দোকানে লম্বা লাইন পড়ে যাবে। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে যখন মাংস কেনার আসবে, তখন আর পছন্দ অনুযায়ী "সামনের রান", "সিনহা", "রিব" কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই ছুটির দিনে এটুকু কষ্ট মেনে নেওয়াই যায়। তা কষ্ট করে খাসির মাংস কিনবেন, কোন পদ বানাবেন? কষা, ঝোল, কোর্মা তো অনেক হল, স্বাদবদল করতে একটু অন্য প্রদেশের রান্না করলে মন্দ হয় না। তাই গরম ভাতের সঙ্গে থাকতেই পারে মটন কোলাপুরি। কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ:
খাসির মাংস: ৫০০ গ্রাম
আদা, রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
তেল: ৪ টেবিল চামচ
হলুদ: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
পেঁয়াজ: ২ টেবিল চামচ
নারকেল কোরা: আধ কাপ
গোটা ধনে: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
তিল: ১ চা চামচ
পোস্ত: ৩ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৬টি
লবঙ্গ: ১টি

প্রণালী: ১) খাসির মাংস ধুয়ে আদা, রসুন বাটা মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। ২) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন গোটা ধনে, জিরে, পোস্ত, তিল, লঙ্কা, লবঙ্গ ফোড়ন দিন। ৩) একটু ভাজা হলে এ বার পেঁয়াজ দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দিন নারকেল কোরা। ৪) নাড়াচাড়া করার পর, একটু ঠান্ডা করে সবটা মিক্সিতে দিয়ে বেটে নিন।
৫) ওই কড়াইতে আরও একটু পেঁয়াজ ভেজে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন ম্যারিনেট করে রাখা মটন। ভাল করে কষতে থাকুন। ৬) এ বার খাসির মাংসের জন্য আলাদা করে রাখা বেটে রাখা মশলা দিয়ে দিন। বেশ কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মাংস থেকে তেল ছেড়ে এলে এক কাপ গরম জল দিয়ে দিন। ৭) ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। তাড়া থাকলে প্রেশার কুকারেও দু'-তিনটি সিটি দিয়ে নিতে পারেন।

ডাব সর্ষে পনির

নিরামিষের দিনে দুপুর কিংবা রাতের ভোজে পনিরই ভরসা। তবে পনিরের ঝোল আর ছানার ডালনা বাদে পনির দিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না বাঙালি। ডাবের সঙ্গে চিংড়ির মেলবন্ধন বরাবরই খুশি করেছে ভোজনরসিকদের। তবে ডাবের সঙ্গে পনিরের যুগলবন্দিটাও কিন্তু মন্দ হয় না। অল্প কয়েকটি উপাদান দিয়ে ডাব-সর্ষে পনির বানাতে পারেন বাড়িতেই। রইল রেসিপির হদিস।

উপকরণ:
পনির: ৩০০ গ্রামমালাই-সহ
ডাব: ১টি
নারকেল কোরা: ৩ চা চামচ
নারকেলের দুধ: ৩ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৪ চা চামচ
সর্ষে বাটা: ২ টেবিল চামচ
দই: ২ টেবিল চামচ নুন: স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা: স্বাদ মতো

প্রণালী:
ডাব থেকে জল বার করে নিন। মাঝারি টুকরো করে কেটে নিন পনিরও। এ বার সর্ষে, নারকেল কোরা ও স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা একসঙ্গে নিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এই পনিরে বেটে রাখা মিশ্রণ, নুন, টক দই আর নারকেলের দুধ দিয়ে মাখিয়ে তার উপর দিয়ে সর্ষের তেল ছড়িয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণকে ডাবের ভিতরে দিয়ে দিন। ডাবের মুখটা ঢেকে দিয়ে আটা দিয়ে চারপাশটা বন্ধ করে দিন। এ বার একটি সসপ্যানে জল গরম করে ডাবটি বসিয়ে দিন। মিনিট ১৫ ভাপানোর পর তৈরি হয়ে যাবে ডাব-সর্ষে পনির। গরমাগরম পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ত্বকের যত্ন নেবেন কী ভাবে ?

অফিস, সংসার, সন্তানের পড়াশোনা, বাড়ির দায়িত্ব সব কিছু সামলে নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ পান না মহিলারা। রূপচর্চা তো দূর, শরীরের খেয়াল রাখতেই হিমসিম খান। কিন্তু ভিতর থেকে সুস্থ থাকার পাশাপাশি তো বাহ্যিক সৌন্দর্যও জরুরি। চুল থেক নখ, সবেরই পরিচর্যা করা প্রয়োজন। আলাদা করে পার্লারে যাওয়ার সময় নেই।

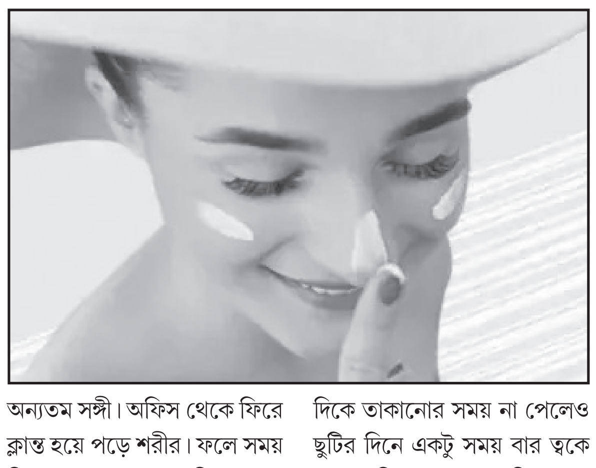

বাড়িতেও যে ঘরোয়া টোটকায় নিজের যত্ন নেবেন, তারও অবকাশ নেই। অগত্যা ছুটির দিনই ভরসা। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি দূর করতে রবিবার হতে পারে আদর্শ দিন। সপ্তাহের এই একটি দিন নিজের জন্য রাখুন। ধাপে ধাপে কী ভাবে নিজের যত্ন নেবেন?

ক্লিনজার দিয়ে ভাল করে ত্বকের জমে থাকা ময়লা তুলে ফেলুন।

সময় নিয়ে ত্বক পরিষ্কার করুন

সপ্তাহের প্রতিটি দিন ব্যস্ততা হল অন্যতম সঙ্গী। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শরীর। ফলে সময় নিয়ে ভাল করে ত্বক পরিষ্কার করা হয় না। রবিবার সেই তাড়াহুড়ো নেই। ফলে ত্বকের জন্য কিছুটা সময় রাখুন। আয়নার সামনে বসে ক্লিনজার দিয়ে ভাল করে ত্বকের জমে থাকা ময়লা তুলে ফেলুন। তার পর ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ত্বকের মরা কোষ তুলে ফেলুন ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে যায় মরা চামড়ার জন্য। সপ্তাহভর নিজের দিকে তাকানোর সময় না পেলেও ছুটির দিনে একটু সময় বার ত্বকে এক্সফোলিয়েশনে জোর দিন। তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন স্ক্রাব। সময় থাকলে বাড়িতেও কিন্তু স্ক্রাব বানিয়ে নিতে পারেন।

ফেস মাস্ক

ব্রণর সমস্যা রয়েছে অনেকেরই। অথচ ব্যস্ততার কারণে ব্রণর মোকাবিলা করা সুযোগ পাওয়া যায় না। ছুটিতে ব্রণ তাড়ানোর প্রস্তুতি নিতে পারেন। এক দিনের চেষ্টায় ব্রণ চলে যাবে না। তবে ফেস মাস্ক এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও ফেস মাস্কের গুরুত্ব রয়েছে। তাই ছুটিতে রূপচর্চার তৃতীয় ধাপ হতে পারে ফেস মাস্কের ব্যবহার।

ময়েশ্চারাইজিং

রূপচর্চার অন্যতম ধাপ হল ময়েশ্চারাইজারের ব্যবহার। ত্বক টানটান এবং মসৃণ রাখতে ময়েশ্চারাইজার না মাখলে চলবে না। তাই রূপচর্চার রুটিন থেকে ময়েশ্চারাইজার বাদ দিলে চলবে না। বরং ময়েশ্চারাইজিংয়ের প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে।

বিশ্রাম ত্বকের যত্ন শুধু বাইরে থেকে নিলে চলবে না। ভিতর থেকে ত্বকের খেয়াল রাখতে হবে। সেটা করতে শুধু ছুটে বেড়ালে চলবে না। পর্যাপ্ত বিশ্রামও নিতে হবে। ক্লান্তির ছাপ যদি ত্বকে থাকে, তা হলে কোনও প্রসাধনী ব্যবহার করেই লাভ হবে না।

কারিপাতার গুণেই হবে সমস্যার সমাধান

ক'দিনের বৃষ্টিতে অতিরিক্ত গরম থেকে রেহাই মিলেছে ঠিকই। তবে বর্ষাকাল মানেই তো চুলের বারোটা। সে বৃষ্টির জল মাথায় পড়ুক বা না পড়ুক, চুল ঝরবেই। তেল, শ্যাম্পু বা ঘরোয়া টোটকাতেও এই চুল ঝরার পরিমাণে লাগাম টানা যাচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই চুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তবে সালোঁর পেশাদার, দক্ষ কর্মীরা বলেন চুল কাটলে চুল পড়ার পরিমাণে কোনও হেরফের হয় না। চুলের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ায় চুল কম পড়ছে বলে মনে হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মাসে একটি করে স্পা করানোর পরামর্শ দেন অনেকেই। তবে সকলের পক্ষে তো প্রতি মাসে সালোঁয় গিয়ে স্পা করানো সম্ভব হয় না। কারিপাতা ব্যবহার করেই চুলের বিভিন্ন সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কী ভাবে ফিরবে চুলের জেল্লা, রইল হদিস।

টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে

টক দই মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং খুশকি ও মৃত কোষ উতাত করতে সাহায্য করে। একমুঠো কারিপাতা ব্লেন্ডারে নিয়ে ভাল করে পেস্ট তৈরি করে নিন। বড় চামচের এক চামচ কারিপাতার পেস্ট আগের থেকে ফেটিয়ে রাখা টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, যাতে দু''টি উপাদানের ঘনত্ব একই রকম হয়। মাথার ত্বকে ভাল করে মেখে নিন এই মিশ্রণ। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

আমলকি ও মেথির সঙ্গে মিশিয়ে

কারিপাতায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি। এই ভিটামিন চুলের গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আমলকি ও মেথি চুলের ঘনত্ব বাড়াতে দারুণ কার্যকর। এই মিশ্রণটি বানাতে, আধ কাপ কারিপাতা আর আধ কাপ মেথি পাতা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর পর তাতে দিয়ে দিন একটি গোটা আমলকির রস। তিনটি উপাদান একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ঘুরিয়ে নিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। মাথার ত্বকে মিশ্রণটি মেখে নিয়ে আধ ঘণ্টা পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন মাথা।

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ সব সমস্যার সমাধান একটাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীরচর্চা করার সময় না পেলে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট সময় ধরে হাঁটলেই ওজন কমানো সম্ভব। অনেকে বলেন, দিনে দশ হাজার পা হাঁটাই আদতে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।

কিন্তু কী ভাবে হাঁটলে, দিনে কতটা হাঁটলে তা ওজন ঝরাতে সাহায্য করে, এটা না জানলে পণ্ডশ্রম! বাজার-দোকান, অফিস, কেনাকাটা ইত্যাদিতে হেঁটে গেলেই উপকার পাবেন, না কি ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটলে তবেই মিলবে সুফল? একটানা হাঁটাতেই লুকিয়ে সুফল। টুকটাক খুচরো হাঁটায় শরীরের কলকব্জা ভাল থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে ওজনের হেরফের হয় না। ফিটনেসবিদদের মতে, লক্ষ্য রাখতে হবে সেকেন্ডে দু'পা হাঁটা। অত হিসাব কষতে না পারলে অন্তত ১৫-২০ মিনিটে দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারলে ভাল। অনেক সময়ে নিয়মিত হাঁটাহাটি করেও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। হাঁটার সময়ে কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন, রইল হদিস। ১) অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভাল না। সময় ধরে হাঁটার চেষ্টা করুন। খুব বেশি ক্ষণ হাঁটলে পেশিতে চোট, পেশিতে টান এমনকি হাড়ের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

২) পোষ্যকে সঙ্গে করে বা দলবেঁধে গল্প করতে করতে না হাঁটাই ভাল। এতে হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। মোবাইল কানে নিয়ে হাঁটলে হাঁটার উপকারিতা আসে না, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে বেশি হাঁটা যায় না।

৩) মাথায় একগাদা চিন্তা নিয়ে হাঁটবেন না। হাঁটা একটা নেশা। অভ্যাসের মতো রুটিনে ঢুকিয়ে নিয়ে দেখুন, মন্দ লাগবে না।

কিন্তু প্রথম প্রথম একঘেয়ে লাগলে মোবাইলের হেডফোন কানে লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে হাঁটুন। এতে এমন কিছু হরমোন ক্ষরিত হবে, যা দুশ্চিন্তা কমায়। তবে বড় রাস্তায় গেলে কানে হেডফোন গুঁজে হাঁটার সময়ে সচেতন থাকুন।

৪) হাঁটার সময়ে পরার জন্য জুতো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পায়ে আরাম দেয়, এমন জুতো পরে হাঁটুন। হাত বা পিঠে খুব বেশি ভার বইবেন না তখন। এতে ক্লান্ত হবেন তাড়াতাড়ি।

৫) হাঁটাহাঁটি করার সময়ে শরীর থেকে ঘাম ঝরে। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করলে বেশি করে জল খান। শরীরে জলের ঘাটতি হলেই বিপদ। ডিহাইড্রেশনের সময়ে হাঁটলে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পেশিতে টান ধরবে। ফলে হাঁটার প্রক্রিয়া ব্যহত হবে।

বাড়ির অন্দরসজ্জা

কিছু দিন হল নিজেদের ছোট্ট একটি আস্তানা হয়েছে। কিন্তু এখনও মনের মতো করে তা সাজিয়ে উঠতে পারেননি। অল্প সময়ে সবটা কী করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া যায়, তা ভাবতে গিয়েই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। এ দিকে খবর পাওয়া মাত্রই বন্ধু, আত্মীয় সকলে দেখতে আসতে চাইছেন। এক ধাক্কায় অনেকটা খরচ করে বাড়ি কিনেছেন। তাই সাধ থাকলেও পেশাদার অন্দরসজ্জা শিল্পীদের এই কাজে নিয়োগ করতে পারেন না সকলে। তবে নিজে হাতে এত অল্প সময়ে সবটা গুছিয়ে উঠতে তো সময় লাগে। আবার নতুন বাড়ি সাজানোর জন্য অফিস থেকে ছুটিও নেওয়া যাবে না। তা হলে উপায়? অল্প সময়ে চটজলদি ঘর গুছিয়ে নেওয়ার টোটকা রইল এখানে।

১) শয়নকক্ষের সাজ- শোয়ার ঘরে খাট তো থাকবেই। তাই প্রথমেই পছন্দ অনুযায়ী একটি খাট রেখে দিন। বাকি জায়গায়টুকুতে কী রাখবেন বা রাখবেন না, তা পরে ভেবে দেখবেন। প্রয়োজনে একটি আলমারিও থাকতে পারে এই ঘরে।

২) টুকটাক সাজানোর জিনিস- ছোটখাটো শো পিস কিনতে কিন্তু খুব বেশি খরচ হয় না। বরং বাড়ির চেহারা বদলে যায়। যেমন ফ্ল্যাটের মূল দরজায় সুন্দর "নেমপ্লেট", "কলিং বেল"। দরজা খুলে ঢোকার মুখে সুন্দর কোনও মূর্তি রাখা যেতেই পারে।

৩) পুরনো জিনিস বাদ- নতুন বাড়িতে আসামাত্রই পুরনো ব্যবহার করা জিনিসগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই খুব খরচ করতে না চাইলে পাপস, টেবিল ম্যাট, ল্যাম্পশেড দিয়েই না হয় শুরু করুন।

৪) প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস- শোয়ার ঘরের পাশাপাশি বসার ঘরের কিছু জিনিস কিনতে পারেন। যেমন কফি বা চায়ের কাপ রাখার ছোট্ট টেবিল, চেয়ার, বারান্দায় বসার স্টুল বা বেতের মোড়া, রান্নাঘরে প্রথম থেকেই তেল-কালি যাতে না পড়ে, তার জন্য চিমনি।

৫) কার্পেট- যে কোনও ঘরের ভোল পাল্টে দিতে পারে রঙিন, সুন্দর কার্পেট। তাই নতুন বাড়ির প্রতিটি কোণ যদি বা রঙিন করে তুলতে না পারেন, বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন রঙের কার্পেট কিন্তু ঘরের নকশা বদলে দিতে পারে।

প্রসাধনীর যত্ন নেন কি ?

দোকানে গিয়ে লিপস্টিকের রং দেখে কিনতে গেলে হাতে বেশ খানিকটা সময় থাকা চাই। তার চেয়ে বরং কাজ থেকে ফিরে রাতে অনলাইন ছাড়ে বেছে রাখা পছন্দের লিপস্টিকগুলি অর্ডার করে ফেলা অনেক সহজ। এখন তো একটি-দু'টি নয়, এমন বহু ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে দু'-তিন দিন অন্তরই বিভিন্ন রকম ছাড় দেওয়া হয়। সেই লোভে পড়ে একগুচ্ছ লিপস্টিক তো কিনে ফেলেছেন।

কিন্তু এত লিপস্টিক তো একসঙ্গে মেখে শেষ হবে না। পড়ে থেকে থেকে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধনীটি ঠেঁটে মাখলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতেই পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠেঁটের যত্নে শুধু দামি লিপস্টিক কিনলেই হবে না। তার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে লিপস্টিকের পরিচ্ছন্নতা ঠিক মতো বজায় রাখা যাচ্ছে কি না।

১) কী ভাবে সংরক্ষণ করছেন
লিপস্টিকে সরাসরি রোদ লাগলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ভাল রাখতে গেলে তুলনামূলক ভাবে ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে। এই কারণেই অনেকে ফ্রিজের মধ্যে লিপস্টিক রাখেন।

২) মেয়াদ পেরিয়ে যায়নি তো
অন্যান্য যে কোনও জিনিস কেনার আগে যেমন মেয়াদ দেখে নেন, লিপস্টিকের ক্ষেত্রেও যেন এর অন্যথা না হয়। যত দামি লিপস্টিক হোক না কেন, কেনার সময়ে তৈরির মাস এবং বছর দেখে নেবেন।

৩) ফাটা ঠেঁট আগে সারিয়ে নিন
ফাটা ঠেঁটে লিপস্টিক মাখলে সেখান থেকেও ঠেঁটে সংক্রমণ হতে পারে। তাই আগে লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে ফাটা ঠেঁট সারিয়ে তার পর লিপস্টিক ব্যবহার করুন।

৪) সর্বজনীন না হওয়াই ভাল
মা, দিদি, বোনের সঙ্গে নিজের ব্যবহার করা লিপস্টিক ভাগ করে না নেওয়াই ভাল। এক জনের ঠেঁটে ব্যবহার করা জিনিস, অন্য জনের ঠেঁটে ব্যবহার করলে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাই এই সমস্ত জিনিস ব্যক্তিগত রাখাই ভাল।

৫) অ্যাপ্লিকেটর ব্যবহার করতে পারলে ভাল
এক লিপস্টিক যদি অনেকে ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে এক বার ব্যবহারযোগ্য "অ্যাপ্লিকেটর" রাখুন। কিন্তু ঠেঁটে লাগানোর পর তা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

কম বাজেটে কী ভাবে আনন্দে ছুটি কাটাবেন ?

ছুটির দিন মানেই ঘরে মন টিকতে চায় না। সারা সপ্তাহের কর্মব্যস্ততার মাঝে সপ্তাহান্তের এই বিরতিতে বাইরে ঘুরতে গিয়েই অনেকে আনন্দ পান। তবে বাইরে গেলেই তো অনেক খরচ। সিনেমা দেখাই হোক কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, পছন্দের জিনিস কিনতে শপিং মলে যাওয়াই হোক কিংবা কোনও মেলায় যাওয়া মাসের শেষে কোথাও ঘুরতে যেতে হলেই দশ বার ভাবতে হয় মধ্যবিত্তকে।

পয়সা খরচ না করেই কিন্তু ছুটির দিনে মন ভাল করা যেতে পারে। কী ভাবে করবেন, রইল হদিস।

প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ: সঙ্গীকে বাইকে কিংবা গাড়িতে বসিয়ে বেরিয়ে পড়ুন অজানার পথে। ভোরবেলাই হোক কিংবা সন্ধের দিকে কাছেপিঠে ঘুরে আসুন। সব সময়ে নামী-দামি রেস্তরাঁতে না হয় না-ই খেলেন। ঘুরতে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় খাবারও তো চেখে দেখতে পারেন। ঘোরাও হবে আর খাওয়াদাওয়াও হবে। তবে সবটাই খুব বেশি খরচ না করে।

মন ভাল করতে শরীরচর্চা: সারা সপ্তাহে কাজের মাঝে অনেকেরই শরীরচর্চা করার সময় হয়ে ওঠে না। ছুটির দিনে মন ভাল রাখতে কিছুটা সময় জিমে কাটাতেই পারেন। তা ছাড়া, বাড়িতেই যোগাসন করে মনকে শান্ত করতে পারেন। বলিউডের গান পছন্দ করেন, তা হলে বাড়িতে উচ্চ লয়ের গান চালিয়ে নাচানাচি করলেও মন ভাল থাকবে। প্রয়োজনে বন্ধুবান্ধবদেরও বাড়িতে ডেকে নিতে পারেন। একসঙ্গে শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ছুটির দিন মন্দ কাটবে না।

নতুন কিছু শেখা: আমাদের নতুন জিনিস শিখতে, সেই বিষয় জানতে মন্দ লাগে না। সারা সপ্তাহের ব্যস্ততার মাঝে নতুন কিছু শেখার সময় কই? ছুটির দিনে নতুন কিছু শেখার জন্য সময় বার করে নিতেই পারেন। কারও জুম্বা শেখার শখ, কারও রান্না শেখার শখ, কারও সাঁতার শেখার শখ, কেউ আবার টেনিস শিখতে চান ছুটির দিনেই পছন্দের ক্লাসে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন। অবসর সময়টা ভালই কাটবে।

বাড়িতেই উদ্যাপন: ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই ডেকে নিতে পারেন। ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে আড্ডার আমেজ তৈরি করে নিন। ইচ্ছে করলে বাড়িতেই সকলে মিলে সিনেমা কিংবা পছন্দের কোনও ওয়েব সিরিজ উপভোগ করতে পারেন। বন্ধুরা সকলে মিলে অল্প অল্প করে খাবার বানিয়ে আনলে ছুটির দিনে বাড়িতেই পিকনিক হবে।

অন্দরসজ্জা: মাসের শেষে ছুটির দিনে বাইরে না হয় না-ই গেলেন। বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে তুললেও কিন্তু মন ভাল হয়ে যায়। অন্য দিন খুব একটা সময় হয় না, তাই ছুটির দিনটা ঘরের ভোলবদল করার জন্য বেছে নিতেই পারেন। ঘর পরিষ্কার করে, পর্দা, বিছানার চাদর, কুশনের কভার বদলে দিন। বাজার থেকে কিছু টাটকা ফুল কিনে আনুন, টুনি বাল্ব, সুগন্ধি মোমবাতি বাড়িতে থাকলেই ভোল বদলে ফেলতে পারেন অন্দরের।

সংসদীয় দলের বৈঠকে বসল বিজেপি, নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারল ইন্ডিয়া জোটও

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে লোকসভায় আলোচনার আগে মঙ্গলবার সকালে সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকে বসল বিজেপি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ও বিজেপির সাংসদরা। সূত্রের খবর, বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে দলের সাংসদদের বিব্রত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বার্তা দিয়েছেন, "বিরোধী দল অবিশ্বাসে ভরপুর।'

বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকের ভিতরে উপস্থিত সূত্র অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, 'বিরোধীরা অবিশ্বাসে ভরপুর এবং তা দেখানোর জন্য, তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে।' সূত্র আরও যোগ করেছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কয়েকজন বলেছিল যে রাজ্যসভার ভোট ২০২৪-এর আগে সেমিফাইনাল হবে।' প্রধানমন্ত্রী এই "সেমিফাইনাল" জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানো সাংসদদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংসদীয় বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, এই "অহঙ্কারী" জোট একটি অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, আমরা বুঝতে পারছি না কেন তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব আনল।'

এদিকে, লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার আগে এদিন সকালে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরেছে "ইন্ডিয়া" জোটও। সকাল দশটা নাগাদ কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের অফিসে বৈঠকে বসেন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলের নেতারা।

মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ

বাঁকুড়া, ৮ আগস্ট (হি. স.) : শ্রাবণী উৎসবের মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ভাঙচুর করা হয় একের পর এক দোকান। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে বাঁকুড়া শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রাবণী উৎসব উপলক্ষে মাইক বাজছিল বাঁকুড়া শহরের ১ নং ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর এলাকায়। সেই মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত।

প্রথমে বচসা বাধে লাগোয়া পাড়ার সঙ্গে। এর পর বচসা ধীরে ধীরে সংঘর্ষের চেহারা নেয়। সংঘর্ষের জেরে দুই পাড়া মিলিয়ে ৪-৬ টি দোকান ভাংচুর করা হয় বলে অভিযোগ। দুপক্ষের মধ্যে মারধরের ঘটনাও ঘটে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মঙ্গলাহাটে অগ্নিকাণ্ডের ১৭ দিন পর গ্রেফতার হাটের মালিক

হাওড়া, ৮ আগস্ট (হি. স.) : মঙ্গলাহাটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৭ দিন পর প্রথম গ্রেফতার হল। হাওড়া থেকে এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। ধৃতের নাম শান্তিরঞ্জন দে।

আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর সোমবার খুলেছিল ওই হাট। আবার ব্যবসা শুরু করেছিলেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী। সোমবার রাতেই শান্তিরঞ্জনকে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিরঞ্জন নিজেকে ওই হাটের মালিক বলে দাবি করতেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর প্রথম থেকেই তাঁর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছিলেন ব্যবসায়ীরা। অগ্নিকাণ্ডের পিছনে তাঁর হাত রয়েছে বলেও দাবি ব্যবসায়ীদের। তার ভিত্তিতেই শান্তিরঞ্জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারায় মামলা শুরু হয়েছে। এনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে তাঁকে।

গানে-কবিতায় কবিগুরুর প্রয়াণ বার্ষিকী উদযাপিত

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : গানে ও কবিতায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা তথা গোটা রাজ্যজুড়ে পালিত হল বাইশে শ্রাবণ। মঙ্গলবার যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয়েছে কবিগুরুর প্রয়াণ বার্ষিকী। কবিগুরুর প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে এদিন সকালে নিমতলা মহাশ্মশানে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

মেয়র ফিরহাদ হাকিম এদিন টুইট করেও কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। টুইটারে তিনি লেখেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি আমাদের হৃদয়ে বেঁচে আছেন, প্রতিবার আশা ও আনন্দে পূর্ণ করেন। কবিগুরুর মৃত্যু বার্ষিকীতে এদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

রাজ্যসভায় অনভিপ্রেত আচরণে শাস্তি পেলেন ডেরেক, অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় অনভিপ্রেত আচরণ ও সদনের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য শাস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন। রাজ্যসভার অধিবেশনে বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে ডেরেককে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করতে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েনকে। ফলে সদনের কাজকর্ম ঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েনকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ডের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, পীযূষ বলেন, 'সদস্যের কার্যক্রমে ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটানো, চেয়ারম্যানকে অমান্য করা এবং হাউসে ক্রমাগত গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হোক।' রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ও এদিন ডেরেক ও''ব্রায়েনের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর শাস্তি হিসেবে ডেরেককে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েনকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে রাজ্যসভার সাংসদ মহেশ জেঠমালানি বলেছেন, 'তিনি এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি মনে করি তাঁকে ইতিমধ্যেই চারবার সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু সে পিছপা হয়নি। সুতরাং, আমি মনে করি চেয়ারম্যানের অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

নেপালে ভারী বৃষ্টির মধ্যে ভূমিধস; মৃত্যু এক মহিলার, উদ্ধারকাজ চলছে জোরকদমে

কাঠমাণ্ডু, ৮ আগস্ট (হি.স): অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে নেপালে অনেক বেশি জায়গায় ভূমিধসের খবর পাওয়া গিয়েছে। ভূমিধসের ফলে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং একই পরিবারের সাতজনের নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে ভূমিধস কবলিত এলাকা থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারের কাজ চলছে। ত্রাণকার্য্যও শুরু হয়েছে জোরকদমে। বাহাদুর সায়ংটান নামক এক ব্যক্তির বাড়ি মাকওয়ানপুর জেলার সিগ্রে গ্রামে। তার সেই বাড়িটি ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূমিধসের পর তার পুরো পরিবার নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মকবানপুর জেলা পুলিশের মুখপাত্র ডিএসপি টেক বাহাদুর কারকি জানান, নিখোঁজদের মধ্যে একজন মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোর ৪টে নাগাদ ভূমিধস হয়। প্রায় ৪ ঘন্টার চেষ্টায় ৫৫ বছর বয়সী শান্তমায়া সায়ংতানের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ।

আপ-কে বিঁধলেন অনুরাগ, বললেন গুটিকয়েক রাজনৈতিক নেতা মিথ্যে বলায় অভ্যস্ত

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, 'গুটিকয়েক রাজনৈতিক নেতা মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। সম্ভবত তাঁরা ভুলে গিয়েছেন এসব সংসদে কাজ করে না।'প্রসঙ্গত, ৪ জন সাংসদ দাবি করেছেন, তাঁদের সম্মতি ছাড়াই দিল্লি এনসিটি সংশোধনী বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা বলেছেন, প্রিভিলেজ কমিটি যখন নোটিশ পাঠাবে তখন আমি উত্তর দেব। আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

মঙ্গলবার সকালে সংসদে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দেওয়ার ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'হইচই নয়, নিয়ম অনুযায়ী সদন চলে। তাঁরা যত খুশি দেশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয়েই তাঁদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।'

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে অশান্তির আশঙ্কা! ভাঙড়ের কাশীপুরে ফের জারি ১৪৪ ধারা

ভাঙড়, ৮ আগস্ট (হি.স.): পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে অশান্তির আশঙ্কায় ভাঙড়ের কাশীপুরে ফের জারি হল ১৪৪ ধারা। মঙ্গলবার থেকে আগামী ১৩ আগস্ট অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত কাশীপুর থানা এলাকায় জারি থাকবে ১৪৪ ধারা, এমনটাই জানিয়েছেন বারুইপুরের মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার থেকে ভাঙড়-২ ব্লকের সব পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আবার আগামী ১২ আগস্ট পঞ্চায়েত সমিতিরও বোর্ড গঠন রয়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই যাতে কোথাও কোনও অশান্তি না হয় সে জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে আগামী ১৩ আগস্ট অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত কাশীপুর থানা এলাকায় জারি থাকবে ১৪৪ ধারা।

তেলেঙ্গানায় আগুন লাগল স্কুলে, পুড়ল পড়ুয়াদের কিছু বই ও ব্যাগ

মুলুগু, ৮ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানার মুলুগু জেলায় আগুন লাগল একটি স্কুলে। সোমবার গভীর রাতে মুলুগু জেলার জওহর নগরে অবস্থিত একটি স্কুলে আগুন লাগে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে পড়ুয়াদের কিছু বই ও ব্যাগ পুড়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মুলুগু দমকল বিভাগের দমকল প্রধান নাগেশ বলেছেন, সোমবার গভীর রাত একটা নাগাদ মুলুগু জেলার জওহর নগরে অবস্থিত একটি স্কুলে আগুন লাগে। শর্টসার্কিটের জন্য আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনে কয়েকটি বই ও ব্যাগ পুড়ে গিয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

বেহালা চৌরাস্তার পর আবার দুর্ঘটনা শহরে, আহত দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : বেহালা চৌরাস্তার পর ফের পথ দুর্ঘটনার কবলে স্কুলছাত্র। এবার হরিদেবপুরে ট্যাক্সির ধাক্কায় জখম হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ছাত্রকে ভর্তি করানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল সে। সেই সময় সে হাত ছাড়িয়ে চলে যায় রাস্তার উপর। তখনই একটি চলন্ত ট্যাক্সি তাকে ধাক্কা মারে।

জখম ওই ছাত্র হরিদেবপুরের কালীতলার বলাকা এলাকার শ্রী সত্য বালবিহার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে ঠাকুরপুকুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করানো হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। শিশুটির মাথায় আঘাত লেগেছে। গত শুক্রবার বেহালার চৌরাস্তা এলাকায় স্কুলে যাওয়ার সময় মাটিবোঝাই একটি বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় সৌরনীল সরকার নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক পড়ুয়ার। গুরুতর আহত হন সৌরনীলের বাবা। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ।

টুইটে সেলিমের সংশোধন, তবু প্রশ্ন

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক আক্রমণ করতে গিয়ে সোমবার শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগ উঠেছিল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে। বিতর্কের জেরে টুইটের শব্দ সংশোধন করেন তিনি। তাতেও প্রশ্নমুক্ত হতে পারেননি। অভিষেককে লক্ষ্য করে তাঁর টুইটে একটি বিশেষ শব্দ দলের অন্দরেও তাঁকে সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছিল। সোমবারের সেই টুইট নিয়ে সেলিম দুঃখপ্রকাশ করেননি। কিন্তু মঙ্গলবার সাতসকালে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে টুইটের 'ভুল' শুধরে নিয়েছেন সেলিম।

মঙ্গলবার সকালেই সেলিমের ফেসবুক পেজে একটি পোস্টার পোস্ট করা হয়েছে। সিপিএমের অনেক নেতা সেটি 'শেয়ার'ও করেছেন। সেই পোস্টের দ্বিতীয় অংশে লেখা, "১৫ জন বিদেশি যৌনকর্মীর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা পাচারে অভিযুক্ত।"

সোমবারের টুইটে অভিষেকের ছবি সংবলিত একটি খবরের লিঙ্ক 'শেয়ার' করেছিলেন সেলিম। ঘটনাচক্রে সেটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু মঙ্গলবারের ফেসবুক পোস্টে সে সব নেই। ফলে এটা স্পষ্ট নয় যে, কাকে তিনি নিশানা করেছেন। তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, যে হেতু 'বিতর্কিত' টুইটের বাংলা তর্জমা করা হয়েছে ফেসবুকে, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে অভিষেককেই নিশানা করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। পাশাপাশি, কৌশলে পিছুও হটেছেন তিনি।

মুম্বইয়ের চার্চগেটে সিগন্যালে বিপত্তি, বিপর্যস্ত লোকাল ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ৮ আগস্ট (হি.স) : দক্ষিণ মুম্বইয়ের চার্চগেটে মঙ্গলবার সকালে সিগন্যাল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সিগন্যাল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিপর্যস্ত লোকাল ট্রেন পরিষেবা। পশ্চিম রেলের রেলকর্মকর্তারা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রেল কর্মকর্তাদের মতে, মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ মুম্বইয়ের চার্চগেটে সিগন্যালে সমস্যা হওয়ায়। পশ্চিম রেলওয়ের লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। যাত্রীরা জানিয়েছেন, সিগন্যাল খারাপ থাকায় সকালে ভিড়ের সময় শহরের রেল পরিষেবা ব্যপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুম্বইয়ের লাইফলাইন লোকাল ট্রেনগুলি কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিট দেরিতে চলছিল।

আপ (চার্চগেট-গামী) প্রথম লাইনে সকাল ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়। কর্তৃপক্ষকে পরের ৩০ মিনিটের জন্য আপ ট্রেনগুলিতে বিপদে চালানোর অনুরোধ করা হয়।

মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল গাড়ি, উলুবেড়িয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই শিক্ষিকার

হাওড়া, ৮ আগস্ট (হি.স.): হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন গাড়ি আরোহী দুই মহিলা। দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। সোমবার সন্ধ্যায় এই দুই শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায়। উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়ার কাছে জাতীয় সড়কের উপর মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় তাঁদের গাড়ি। সোমবার রাতেই সেই গাড়ির ভিতর থেকে তিনটি রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদের নাম-অধ্যাপিকা নন্দিনী ঘোষ ও অধ্যাপিকা মিশা রায়। দুই শিক্ষিকার এক জনের বাড়ি হুগলি জেলার কোন্নগরে। নাম নন্দিনী ঘোষ (৩৬)। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বটানি পড়াতেন। যে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে, সেটি তাঁরই। নিয়মিত কোন্নগর থেকে মেদিনীপুর যাতায়াত করতেন গাড়িতেই। সঙ্গে নিতেন সোদপুরের বাসিন্দা সহকর্মী মিশা রায়কে (৩৩)। তবে নিজে গাড়ি চালাতেন না নন্দিনী। তাঁর গাড়ি চালাতেন কোন্নগরের বিশ্বজিৎ দাস (৩১)। সোমবার উলুবেড়িয়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনায় এই তিন জনেরই মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্সটিটিউট থেকে বোটানি নিয়ে গবেষণা করেছেন নন্দিনী। দেশ-বিদেশ থেকে গবেষণার জন্য সম্মানও পেয়েছেন। প্রথমে তিনি শ্রীরামপুর কলেজে পড়াতেন। পরে গবেষণা শেষ করার পর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ দেন। গাড়ির চালক বিশ্বজিতের বাড়ি কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক্রবর্তী নগরে। মাত্র চার মাস আগে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বাড়িতে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং মা ছিলেন। বিশ্বজিৎই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী।

কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ২৫-এ; ভারতে কিছুটা কমল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা, মৃত্যু হয়নি কারও

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫৪৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। টানা বেশ কিছু দিন ধরে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হানি, মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৮। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৫৯৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৩,৩৯৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ২৮১ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৫,৯০৪।

উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪ জনের, প্রাণে বাঁচলেন একজন

বুলন্দশহর, ৮ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃত ৪ জনের মধ্যে দু""জন সম্পর্কে ভাই, এই দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে অজ্ঞাত একটি ট্রাক যাত্রীবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারলে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে নয়ডা থেকে সম্ভলের দিকে যাচ্ছিল গড়িটি, ডিবাই থানার অন্তর্গত দানপুর গ্রামের কাছে একটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে গাড়িতে ধাক্কা মারে। ট্রাকের ধাক্কায় খাদে পড়ে যায় গাড়িটি, ঘটনাস্থলেই ৪ আরোহীর মৃত্যু হয়। একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত যুবককে স্থানীয় পুলিশ আলিগড় মেডিকেলে ভর্তি করেছে।

প্রতীক্ষার অবসান, আজ নবনির্মিত বন ভবনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ

ভোপাল, ৮ আগস্ট (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মঙ্গলবার নবনির্মিত বন ভবনের উদ্বোধন করবেন। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিকেল ৩টে নাগাদ ভোপালের তুলসী নগর, লিংক রোডে অবস্থিত নবনির্মিত বন ভবনের উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বনমন্ত্রী ড. কুনওয়ার বিজয় শাহ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বন বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব জেএন কানসোটিয়াও। প্রধান বন সংরক্ষক ও বন বাহিনীর প্রধান রমেশ কুমার গুপ্ত জানান, ১৮০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ লক্ষ ৯১ হাজার বর্গফুটে বন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই বন ভবনে একটি ১০০ আসনের অডিটোরিয়াম, ৫০ আসনের হল তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানান, এই ভবনে মোট ৩টি ব্লক রয়েছে। এ ব্লকে চতুর্থ তলা, সি-ব্লকে তৃতীয় তলা এবং ই- ব্লকে চতুর্থ তলা রয়েছে।

নেপালে ১৫৭ কেজি গাঁজা-সহ গ্রেফতার ৭, ধৃতদের মধ্যে ৪ জন ভারতীয় নাগরিক

পূর্ব চম্পারন, ৮ আগস্ট (হি.স): ভারত সংলগ্ন নেপালের বারা জেলার পুলিশ ১৫৭ কেজি গাঁজা-সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ৭ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতীয়। ধৃতদের মধ্যে ৩ জন বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার বাসিন্দা। পিকআপ ভ্যান ও স্করপিও-তে করে ভারতে আনা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ গাঞ্জা। নেপাল পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করেছে এবং ১৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার বারা জেলার এসপি হবিন্দ্র বগতি বলেন, জিতপুর সিমরা ২২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত আমলেখাঞ্জ বনের কাছে পুলিশের দল মোট ১৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। স্করপিও চালক রোশন নেগি, মাকওয়ানপুর জেলার হেতাউন্ডার বাসিন্দা। প্রয়োজনীয় তথ্যের ভিত্তিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সম্পাদকের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক

● **প্রথম পাতার পর** পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করা হবে। কারণ, হৃদযন্ত্র অনেকটাই বিকল হওয়ায় প্রথমে ফুসফুসের সংক্রমণ মুক্ত করা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে, এখনই নিশ্চিত কিছুই বলা সম্ভব নয়। আজ রাতেই তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে ডায়ালাইসিসও দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁকে আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল।

নার্সরা

● **প্রথম পাতার পর** টাকার বিনিময়ে চুক্তি ভিত্তিক বেশ কিছু নার্স নিয়োগ করা হয়েছিল।পরবর্তী সময় করোনার প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পর তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। ছাঁটাই -এর দুই তিন মাস পর তাদেরকে পুনরায় নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে চলছে তাদের জীবন। তারা জানায় তারা হাস্পাতালে দায়িত্ব পালন করার পরও ভবিষ্যৎ-এর কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বহুবার চিঠি প্রদান করা হলেও মিলছে না কোন সদোত্তর। তাই তারা স্থায়ী ভাবে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালের ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাশাপাশি তারা এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের আরো অভিযোগ প্রধানের হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীর চরম সংকট থাকার পরেও নিয়োগের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এবং গত মার্চ মাস থেকে তাদের এখন পর্যন্ত বকেয়া মিলেনি বলে অভিযোগ তুলেন তারা। এদিন তারা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় মঙ্গলবার উদযাপিত হলো বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী তথা বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী। উপ দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের "বাংলাদেশ গ্যালারী"-তে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, বানী পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।"মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা"-শ্লোগানে উদযাপিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একটি প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন জনাব তুষিতা চাকমা, কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) এবং জনাব মো: শামসুল আরিফ, প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) এছাড়া কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী, কাউন্সেলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমাস হোসেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন মান্যবর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম, দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) সমাপনী বক্তব্যে মান্যবর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পরস্পর পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য। বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা হয়ে উঠার নেপথ্যে সারথি হলেন বঙ্গমাতা। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সময় কারাগারে অন্তরীন থাকার সময় বঙ্গমাতা শুধুমাত্র পরিবারেরই হাল ধরেননি, তিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন। সবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুহাসপাতাল :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৫৯৫৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৮৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮৭১৯১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৪৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৪৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

আগরতলা।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাকক্ষে আজ জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি বর্ণালী দেব। সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে জেলায় প্রধানমী স্বরোজগার যোজনায় ৫৯১ জনকে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতিমধ্যে ১৬ জনের ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই যোজনায় ১ জনের ঋণ ব্যাংক থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বাবলম্বন প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে জেলায় ১,০১৪ জনকে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩ জনের ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। সভায় আগরতলা উইভারস সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধি জানান, তারানগর হস্ততাঁত ক্লাস্টারে ২৩ জন ও বামুটিয়া হস্ততাঁত ক্লাস্টারে ৩০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সভায় হস্তকারু সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধি জানান, মজলিশপুরে আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট ১০০ জন ও মোহনপুরে ২৯ ও ৩০ আগস্ট ১০০ জন সুবিধাভোগীদের নিয়ে কারু শিল্প বিষয়ক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সভায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের প্রতিনিধি জানান, প্রধানমী স্বরোজগার যোজনায় ৫৭ জনের ঋণের আবেদন স্পনসর করা হয়েছে। ১১ জনের ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৫ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**দিক থেকে ত্রিপুরার স্থান অনেকটাই নীচে রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ থানায় এসে যাতে তাদের সমস্যার কথা খোলাখুলি বলতে পারেন সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহ দেখার জন্য বলা হয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্য পুলিশে বিভিন্ন পদে পদন্নোতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের বিভিন্ন স্তরে শূন্যপদগুলি পূরণেও সরকার পদক্ষেপ নেবে। বৈঠকে পুলিশের প্রয়াস সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করার বিষয়টি বৈঠকে প্রাধান্য পায়। মুখমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা এখন অনেকটাই উন্নত। আগামী দিনে সেটা যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ আধিকারিকদের কাজ করার কথা বলা হয়েছে। মুখমন্ত্রী বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে বিরাট ক'তিত্ব রয়েছে রাজ্যের পুলিশের।

বৈঠকের শুরুতে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন বলেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার এখন উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে অবৈধ প্রবেশকারী বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ রুখতে রাজ্য পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়েছে। এক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যায় গ্রেপ্তারও হয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানে বিরাট সংখ্যায় মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৈঠকে রাজ্য পুলিশের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি লোগোর আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিচ্ছেন পাক ক্রিকেটার ফওয়াদ আলম

করাচি, ৮ আগস্ট(হি.স.): এবার বিদেশের হয়ে খেলবেন পাক ক্রিকেটার ফওয়াদ আলমও।পাকিস্তানের এই সিনিয়র ক্রিকেটার এখন দেশ ছেড়ে ক্রিকেট খেলতে পাড়ি দিচ্ছেন মার্কিন মুলুকে।

পাকিস্তান ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সে দেশে ক্রিকেট খেলছেন এটা নতুন কোন খবর নয়। এর আগে ভালো খেলে অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকে পাক ক্রিকেটার দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এবার সেই পথে পা বাড়ালেন ফওয়াদ আলমও। ৩৭ বছরের এই ক্রিকেটার তিমধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে এই ক্রিকেটার আমেরিকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এবার আমেরিকায় খেলতে দেখা যাবে এই পাক ক্রিকেটারকে।

পাকিস্তানের হয়ে তিনি ১৯ টেস্ট, ৩৮ ওয়ান ডে, ২৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ফওয়াদ। বাঁ হাতি এই পাক ব্যাটার ২০০৯ সালে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যও ছিলেন। গত বছরও পাকিস্তানের হয়ে শেষবার খেলেছেন ফওয়াদ। ফওয়াদে আগে সামি অসলাম, ইমাদ আজম, সেফ বদর, এহসান আদিল, রমিজ রাজা জুনিয়র, শাদ আলি, মুখার আহমেদ, নোমান আনোয়ার, মহম্মদ মহসিনরাও ঘরোয়া ক্রিকেট ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। সেখানেই ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় তাঁদের।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৬ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি পরিচালক সিদ্দিক ইসমাইল

হৃদরোগে আক্রান্ত হাস্পাতালে ভরতেই 'বডিগার্ড' সহ একাধিক সিনেমার পরিচালক সিদ্দিক ইসমাইল। সোমবার বিকেলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে কোচির অমৃতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরে তিনি নিউমোনিয়া এবং লিভারের সমস্যায় ভুগছেন সিদ্দিকি। এর মধ্যেই আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। এই মুহূর্তে তাঁকে একমো সাপোর্টে রাখা হয়েছে। তাঁর শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল অত্যন্ত কমে গিয়েছে। সেই কারণেই একমো সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার তাঁর শারীরিক অবস্থা এব চিকিৎসার পরিকল্পনা নিয়ে একটি বৈঠক হতে পারে। তার উপরেই ভিত্তি করেই চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নেবেন। এদিকে, সিদ্দিকের অসুস্থতার খবরে চিন্তিত তাঁর অনুরাগীরা। পরিচালকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মালায়ালি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সিদ্দিক। শুধু পরিচালনা বা চিত্রনাট্য লেখার কাজই নয়, অভিনয়ও করেছেন তিনি। ১৯৮৬ সালে চিত্রনাট্যকার হিসেবে বড় পর্দায় কাজ শুরু করেন সিদ্দিক ইসমাইল। ১৯৮৯ সালে মালায়ালাম ভাষার 'রামজি রাও স্পেকিং' সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। এরপর ২০০৪ সালে 'হুলচুল' সিনেমা নির্মাণের মধ্য দিয়ে বলিউডে পা রাখেন সিদ্দিক। কিন্তু খুব একটা সাড়া ফেলতে পারেননি সিনেমাটি। ২০১১ সালে নির্মাণ করেন 'বডিগার্ড' সিনেমা। সিনেমাটি মুক্তির পর বক্স অফিসে দারুন সাফল্য মেলে। সিদ্দিকির অন্যান্য সিনেমাগুলি হল- 'গডফাদার', 'কাবুলিওয়ালা', 'হিটলার', 'ফ্রেন্ডস', 'ভিয়েতনাম কলোনি' প্রভৃতি।

দুর্গাপুরে এডিডিএ—র জবরদখল উচ্ছেদে বাধা দিয়ে সরকারি আধিকারিকদের তাড়া করল জনতা

দুর্গাপুর, ৮আগস্ট (হি. স.) : ফের জবরদখল উচ্ছেদকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল শিল্পশহর। জবরদখল উচ্ছেদে বাধা দিয়ে সরকারি আধিকারিকদের তাড়া করল জনতা। দ্বিচারিতার অভিযোগ বিরোধীদের। শুরু হল রাজনৈতিক চাপানউতোর। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর সিটিসেন্টারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রসঙ্গত, গোটা দেশজুড়ে চলছে স্মার্ট সিটির প্রতিযোগিতা। যেখানে দুষনমুক্ত স্বচ্ছ পরিবেশ। থাকবে পথচলতি মানুষের সাচ্ছন্দ্যে পথচলা। থাকবে মনোরম সৌন্দর্যায়ন। কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পে প্রাথমিক তালিকায় ঠাঁই পেলেও, পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমীক্ষায় ডাহা ফেল করে শিল্পশহর। ফলে স্বভাবতই ছিটকে পড়ে স্মার্ট সিটির তালিকা। তার মাঝে দামোদর দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। কিন্তু বিগত ১০ বছরে শহরের তুলনামুলকভাবে তেমন কোন বদল হয়নি। শহরের বড় সমস্যার তালিকায় গোড়াতেই রয়েছে সরকারি জমিতে জবরদখল। অভিযোগ, সাধারন মানুষ ট্যাক্স দেয়, অথচ যে ফুটপাথে পথ চলবে সেটাও জবরদখলের কব্জায়। যেখানে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করবে সেই যাত্রী প্রতিক্ষালয় জবরদখলের কব্জায়। সম্প্রতি জবরদখল উচ্ছেদের জন্য কঠোরভাবে অভিযানে নামে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ। দুর্গাপুর শহরের বিধাননগর, সিটি সেন্টার সহ বিভিন্ন এলাকায় জবরদখল উচ্ছেদ শুরু হয়। সরকারি জমিতে থাকা বসতবাড়ি, দোকান আগাম নোটিশ দিয়ে জেসিবি দিয়ে ভেঙে দেওয়ার কাজ শুরু করে। মঙ্গলবার দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারের বিদিশা মোড়ে সরকারি জমিতে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা দোকান এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। দোকান ভাঙার পর সেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয় ভাঙতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। উপস্থিত জনতার বাধার মুখে পড়ে সরকারি আধিকারিকরা। এমনকি এডিডি এর আধিকারিকদের ধাওয়া করে এলাকা ছাড়া করে ক্ষিপ্ত জনতা।

তাদের দাবী,' পুনর্বাসন বিহীন উচ্ছেদ করা যাবে না।' তাদের অভিযোগ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙ্গা হচ্ছে না, অথচ দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। উচ্ছেদ করতে হলে সব করতে হবে।' ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এবং পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্ত বচসা হয়। তবে শেষমেশ পিছু হটে এডিডিএ। আপাতত ওই সেচ্ছাসেবি সংস্থার কার্যালয়টি ভাঙা বন্ধ হয়। তবে ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। এডিডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,' সরকারি জমিতে অবৈধ দখল কোনভাবে বরদাস্ত করা হবে না। ওই ক্লাবটির কিছু সদস্য সরকারি জমির ওপর দোকান তৈরী করে ভাড়ায় খাটায়। কার্যালয়ে বসে প্রমোদ হবে, আর গরিব মানুষের ঘর ভাঙা হবে এটা আইন বিরুদ্ধ। আইন সবার জন্য প্রযোজ্য। মনোরঞ্জন করার জন্য প্রয়োজন হলে, জমি কিনে ক্লাব ঘর করুক।' তিনি আরও বলেন,' সরকারি কাজে যারা বাধা দিয়েছেন, তাদের চিহ্নত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে মামলা করা হবে।' যদিও, অভিযোগ অস্বিকার করে ওই সেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যকর্তারা জানিয়েছেন,' সামাজিক সেবামুলক কাজ করা হয়। আমরা কার্যালয়টি না ভাঙার জন্য, আবেদন জানিয়েছি।'

এদিকে, ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' দ্বিচারিতা হচ্ছে। আসানসোলে এডিডিএ র জমির ওপর তৃণমুলের পার্টি অফিস, জবরদখল রয়েছে। সেখানে এডিডিএর চেয়ারম্যানের বাড়ি, সেখানে জবরদখল ভাঙা হচ্ছে না। অথচ দুর্গাপুরে ভাঙা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন,' উদ্দেশ্যটা এডিডিএর জায়গা ফাঁকা করা হচ্ছে না। এডিডিএর চেয়ার দখলে যিনি এগিয়ে, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ট। তাই তাকে বিতাড়নের এটা একটা কৌশল। যেভাবে দ্বিচারিতা করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তার বিরোধিতা করছি।'এদিন সিটি সেন্টারের বিদিশা এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হাত না দেওয়ায় চরম বিতর্ক শুরু হয়। যদিও, সেপ্রসঙ্গে চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় সাফাই দিয়ে জানান,' ওই জায়গাটি কো-অপারেটিভকে দেওয়া হয়েছে। সেখানের জমিটি কো-অপারেটিভের এক্তিয়ারে। তাই সেটা ভাঙা হয়নি।'

হাফলং সিভিল হাসপাতালের জনৈক মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার পুলিশ সুপারের, অভিযোগ

হাফলং (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদরে অবস্থিত হাফলং সিভিল হাসপাতালের জনৈক মহিলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমারের বিরুদ্ধে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হাফলং সিভিল হাসপাতালের চিকিৎসকরা মঙ্গলবার কালো ব্যাজ পরিধান করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছেন।

জেলার খোদ পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধ গুরুতর এই অভিযোগ তুলে হাফলং সিভিল হাসপাতালে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডা. রোনাল্ড বাটারি বলেন, সম্প্রতি ডিমা হাসাও জেলায় এক সন্দেহজনক ধর্ষণকাণ্ডে ভুক্তভোগীকে ডিমা হাসাও পুলিশ সিভিল হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিল। ভুক্তভোগিনীর শারীরিক পরীক্ষা করেন সিনিয়র মেডিক্যাল হেল অফিসার ডা. নেইনি রাংখল। কিন্তু ভুক্তভোগিনীর শারিরীক পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর ডিমা হাসও জেলার পুলিশ সুপার গত তিন আগস্ট মহিলা চিকিৎসক ডা. নেইনি রাংখলকে ফোন করে এ ধরনের রিপোর্ট কেন তৈরি করা হয়েছে বলে প্রশ্ন তুলে দুর্ব্যবহার করেছেন।

জবাবে ডা. নেইনি রাংখল পুলিশ সুপারকে বলেন, এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন ল্যাব ট্যাকনিশিয়ান। তা শুনে পুলিশ সুপার ল্যাব টেকনিশিয়ান গ্রেফতার করার হুমকি দিয়েছেন। এই অভিযোগ করে ডা. রোনাল্ড বাটারি পুলিশ সুপারের এ ধরনের আচরণের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় চিকিৎসকরা বহু প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁদের কাজ করে চলছেন। কিন্তু তার পরও এ ধরনের আচরণ কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। ডা. বাটারি বলেন, ভবিষ্যতে যদি পুনরায় এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তা-হলে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা করে চিকিৎসকরা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাফলং সিভিল হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. কল্পনা কেম্প্রাই, ডা. পরীক্ষিত বর্মণ, ডা. নেইনি রাংখল সহ অনান্য চিকিৎসকরা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ডিমা হাসাও জেলার মান্দারডিসায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে জনৈক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার পর ওই ভুক্তভোগী নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার জন্য পুলিশ তাকে হাফলং সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছিল।

টেট ফলাফলের ভুয়ো ওয়েবসাইটও বানিয়ে ফেলেছিলেন কুন্তলেরা, দাবি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : ওয়েবসাইটকে অস্ত্র বানিয়েই বহু চাকরিপ্রার্থীকে বোকা বানিয়েছেন ধৃত কুন্তল ঘোষ এবং সহযোগীরা। চাকরিপ্রার্থীদের প্রতারণার নানা রকম ফিকির তৈরি করেছিলেন। এসএসসি নিয়োগ মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তাদের চার্জশিটে একথা জানিয়েছে। সিবিআই তাদের চার্জশিটে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতারণা করা নিয়ে আরও অনেক রকম দাবি করেছে। তারা জানিয়েছে, এইভাবে প্রতারণা চলেছে ২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত টানা ছ'বছর। সিবিআই চার্জশিটে দাবি, কিছু কিছু চাকরিপ্রার্থীকে টোপ দিতেন কুন্তলরা এমনও বলতেন যে, প্রশ্নপত্রে ছ'টি ভুল প্রশ্ন ছিল।হাই কোর্টে প্রার্থী আবেদন করলেই ওই ছ'টি প্রশ্নের প্রাপ্য নম্বর তাঁরা পেয়ে যাবেন। তাতেই তাঁদের নম্বর বেড়ে যাবে। এ ছাড়া অন্যান্য উপায়ও ছিল চাকরিপ্রার্থীদের ফাঁদে ফেলার জন্য। এমনই দাবি করা হয়েছে সিবিআইয়ের চার্জশিটে। চার্জশিটে সিবিআই দাবি করেছে, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া থেকে শুরু করে চাকরি প্রাপকদের তালিকায় প্রার্থীদের নাম তোলা সবটাই নিখুঁত ভাবে করতেন কুন্তল ও তাঁর সহযোগীরা।টেটের যে সমস্ত অযোগ্য চাকরিপ্রার্থী কুন্তলদের টাকা দিতেন, তাঁরা 'ডব্লুবি টেট রেজাল্টস ডট কম' নামে ওয়েবসাইটে নিজেদের রেজাল্ট দেখতেও পারতেন। সেখানে প্রকাশিত টেট উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম থাকত তাঁদের। কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে নাম থাকলেও চাকরি পেতেন না ওই প্রার্থীরা। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নাম এবং লোগো-সহ ওই ওয়েবসাইটটি ছিল একটি ভুয়ো ওয়েবসাইট।টাকার বিনিময়ে চাকরি চাওয়া অযোগ্য পরীক্ষার্থীদের ওই নাম দেখিয়েই টাকা তুলতেন কুন্তলেরা। কুন্তল এই ওয়েবসাইটের নাম এজেন্টদের পাঠাতেন। এজেন্টরা পাঠাতেন চাকরিপ্রার্থীদের। অথচ পর্ষদের ওয়েবসাইটে টেট উত্তীর্ণদের যে বৈধ তালিকা প্রকাশিত হত, তাতে কখনওই নাম থাকত না এই চাকরি প্রার্থীদের। ফলে চাকরি 'পেয়ে'ও পাওয়া হত না তাঁদের।সিবিআই তাদের চার্জশিটে জানিয়েছে, এই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ভুয়ো ইন্টারভিউয়েরও ব্যবস্থা করতেন কুন্তলেরা। প্রথমে নামে একটি ইমেল থেকে জানানো হত নামতালিকাভুক্ত হওয়ার কথা। তার পরে থেকে আরও একটি ইমেল পাঠিয়ে ডাকা হত কাউন্সেলিংয়ের জন্য।

কলকাতায় প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের দফতরে আয়োজন করা হত ওই অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের ভুয়ো কাউন্সেলিংয়ের। যদিও সিবিআই তাদের চার্জশিটে জানিয়েছে, ওই অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের কোনও রীতিমাফিক ইন্টারভিউ বা কাউন্সেলিং হয়নি সেখানে। ওই সমস্ত চাকরিপ্রার্থীদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের নথি জমা নিয়ে নাম সই করিয়ে ফেরত পাঠানো হয়।এই ব্যাপারে কলকাতা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কার্তিকচন্দ্র মান্নার সঙ্গেও কথা বলেছিল সিবিআই। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর জ্ঞাতার্থে এমন কোনও কাউন্সেলিং হয়নি কাউন্সিলের দফতরে। তবে একই সঙ্গে তিনি সিবিআইকে জানিয়েছেন, গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের ১০ মার্চ এই ধরনের কোনও কাউন্সেলিং হয়েছিল কি না, তা খোঁজ নিয়ে দেখবেন তিনি।

অরুণাচল প্রদেশের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের স্থায়ী আবাসিক শংসাপত্র বাধ্যতামূলক

ইটানগর, ৮ আগস্ট (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিপিএসসি)-এর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য এখন থেকে স্থায়ী আবাসিক শংসাপত্র (পার্মানেন্ট রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট, সংক্ষেপে পিআরসি) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে সরকার।শিক্ষামন্ত্রী তাবা তেদিরের নেতৃত্বাধীন একটি উচ্চস্তরীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অরুণাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পিআরসি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর আগে বিষয়টি নিয়ে বহু আলোচনা এবং বিভিন্ন মহলের পরামর্শ নিয়েছে রাজ্য সরকার।এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, অস্থায়ী আবাসিক শংসাপত্র (টেমপরারি রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট, সংক্ষেপে টিআরসি) / অথবা কর্মসংস্থানের শংসাপত্র রয়েছে, এমন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সন্তান / স্ত্রী যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে পাঁচ বছর এবং অবসর গ্রহণের ১০ বছর পর্যন্ত রাজ্যে চাকরি করতে হবে, বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।কমিটির আরও সুপারিশ, অরুণাচল প্রদেশে কর্মরত বহিঃরাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সন্তান / স্ত্রীদের এক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সন্তান সহ অরুণাচলের অন্যান্য বাসিন্দাদের ব্যাপারে পিআরসি / টিআরসি / আরপিসি ইস্যু নিয়ে সরকার এবং অল নিইশি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ঐকমত্য না হওয়ায় বিষয়টি এখন আদালতে বিচারাধীন। তাই এ ব্যাপারে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার।এদিকে, কমিটি একটি সমন্বিত নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানিয়েছে।

বক্সিরহাটে বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যের বাড়ির সামনে তাজা বোমা উদ্ধার

বক্সিরহাট, ৮ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ এর শালবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তুরকানিরকুঠি আর্যপাড়া এলাকায় বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার হল দুটি তাজা বোমা। মঙ্গলবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িযে পরে এলাকায়। অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাজা বোমা দুটি উদ্ধার করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সদস্য দুর্গা আর্য জানান, এদিন সকালে উঠোন ঝাড়ু দেওয়ার সময় বাড়ির গেটের সামনে একটি নীল রংয়ের প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে বোমা দুটি দেখতে পান তিনি। ভয়ে চিৎকার করে উঠলে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ির সামনে বোম রেখেছে বলেও দাবি করেন তিনি। যদিও বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান পরিমল কার্জি জানান, বিজেপির সন্ত্রাসে তৃণমূল কর্মীরা ঘরছাড়া রয়েছেন। নিজেদের বাড়ির সামনে নিজেরাই বোম রেখে তৃণমূলকে মিথ্যা দোষারোপ করতে চাইছে বিজেপি। এদিন বোমা উদ্ধারের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশ জানিয়েছে, তাজা বোমা দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অঙ্গন

জাতীয় ফুটবল : রাজ্য দলের সিলেকশন ট্রায়ালে রিপোর্টিং আগামীকাল পর্যন্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে খেলোয়ারদের উপস্থিতির হার আশাপ্রদ হয়নি। তবে আগামীকাল ও তারপর দিনও সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য ফুটবলারদের উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে আগেই বলা হয়েছে। জাতীয় আসরে খেলার জন্য ত্রিপুরা দলের এন্টি জমা হয়ে গেছে। রাজ্য দল গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলা চলে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র, সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দল যথারীতি অনলাইনে এন্টি জমা করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ট্রায়াল শুরু করেছে আজ মঙ্গলবার থেকে। সাব জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য সিলেকশন ট্রায়ালে যোগ দিতে আজ বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে ১৭ জন ফুটবলার রিপোর্ট করেছে। প্রত্যাশিত সংখ্যক ফুটবলাররা রিপোর্ট করেনি বলে আগামী দু-দিনের জন্যও অপেক্ষা করা হবে। আজ রিপোর্ট করা খেলোয়ারদের জন্ম তারিখ ১-১-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১১ এর মধ্যে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাব জুনিয়র বালক জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য সিলেকশন ট্রায়াল-এর জন্য খেলোয়ারদের আগামীকাল সকাল দশটায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

খেলোয়ারদের জন্ম তারিখ হতে হবে ১-১-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১১ এর মধ্যে। একইভাবে জুনিয়র বালক জাতীয় ফুটবলের জন্য খেলোয়ারদের ১০ আগস্ট বেলা দশটায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্ম তারিখ হতে হবে ১-১-২০০৮ থেকে ৩১-১২ ২০০৯ এর মধ্যে। খেলোয়াড়দের অবশ্যই অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট এবং সম্প্রতি তোলা দুই কপি ছবি নিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য সিলেকশন ট্রায়ালে রিপোর্ট করার সময় খেলোয়ারদের টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ডি. কে প্রধান, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সুভেনজিৎ সিনহা, রাজেশ রায়চৌধুরী এবং কোচ সুজিত ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি কৃষ্ণপদ সরকার এই বিষয়টা দেখভাল করছেন। আগামী দু''দিনের সিলেকশন ট্রায়ালে বেশ কজন ফুটবলার রিপোর্ট করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করছেন।

PRESS NOTICE INVI ING e-TENDER NO: DIV/2023-24 Dt.31, 07/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 21/08/2023 for 02 nos. works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail- eentkat@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website | only.

ICA/C-1788/23

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/WR-III/UDP/2023-24 DATE: 01.08.2023

SL. NO.	Name of Work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	Laying of PVC distribution pipeline in four different locations at Chandrapur Village, Kalaban, Holakhet & Peratia under Matabari Block area /Group-I. DNIeT No: 02/SE/WRC-III/ UDP/DNIeT/2023-24	35,86,483.00	71,730.00	1,000.00	180 (One hundred Eighty) days	Up to 15.00 Hrs on 21.08.2023	At 16.00 Hrs on 22.08.2023 (if possible)	Appropriate Class
2	Laying of PVC distribution pipeline in four different locations at Darjeeling Bari, Joying Bari under Killa Block & Gangacherra, Golmura under Kakraban Block area /Group-II. DNIeT No: 03/SE/WRC-III/ UDP/DNIeT/2023-24	35,86,483.00	71,730.00	1,000.00	180 (One hundred Eighty) days			
3	Laying of PVC Distribution Pipelines in four different locations at Mongfru Mog Para, Salaong Mog Para, Ananda Bandhu Para-1, Ananda Bandhu para-2 of Silachari Block area/ Group-I. DNIeT No: 04/SE/WRC-III/ UDP/DNIeT/2023-24	35,86,483.00	71,730.00	1,000.00	180 (One hundred Eighty) days			
4	Laying of PVC Distribution Pipelines in four different locations at Burburia Para- I,II & III Under Burburia VC of Amarpur Block area & Khejor Kami Para of Ompi block / Group-II. DNIeT No: 05/SE/WRC -III/UDP/DNIeT/2023-24	35,86,483.00	71,730.00	1,000.00	180 (One hundred Eighty) days			
5	Laying of PVC Distribution Pipelines against 5(Five) nos. DTW at Haradas Para, Khyanta Das Para, Latindra Para, Betcharra Para & Durgaram Para within Karbook Block area / Group-I DNIeT No: 06/SE/WRC -III/UDP/DNIeT/2023-24	44,83,104.00	89,662.00	1,000.00	180 (One hundred Eighty) days			
6	Laying of PVC Distribution Pipelines against 5(Five) nos. DTW at Purbahum Para, Pilanjoy Para, Parsamani Para, Durparai Para of Karbook Block & at Kenjo Mog Para of Silachari Block area/Group-II DNIeT No: 07/SE/WRC -III/UDP/DNIeT/2023-24	44,83,104.00	89,662.00	1,000.00	180 (One hundred Eight) days			

N.B.: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.
The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: www.tripurainfo.com or https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. ...)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura
Dated: 01.08.2023

ICA/C-1784/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T_NO:- 40/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 05/08/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer(OEM) of Trane AC System / Original Equipment Manufacturer(OEM) authorized service provider or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC works for the following work:
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract(CAMC) of the Chillers and Associated Equipments along with day to day Operation of the entire Air Condition System installed at NTH-I of AGMC & GBP Hospital, Agartala for a period of 1(One) year
Estimated Cost: Rs 17,98,000.00
Earnest Money: Rs 35,960.00
Bid Fee: Rs 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 25/08/2023upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1779/23

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

Tender Notice for Auction

Sub: Auction notice for disposal of obsolete laboratory equipments/ unserviceable Furniture/office equipments/ scrap etc.

Sealed tenders are invited for disposal of obsolete laboratory equipments/ unserviceable Furniture/office equipments/ scrap and other items etc. on **"as is where is basis"** from the firms **registered as authorized dismantler or recycler under the provisions of E-Waste (Management) Rule, 2016.**

a) The above items are located in the premises of State Disease Investigation Laboratory, Abhoynagar, Agartala. Details of contact person for inspection and tender accepting authority are as under:

Publication of Tender for Auction	08/08/2023
Date and Time for Inspection of items to be Auctioned and for information on listed items for Auction and General terms & Condition	In all working days from 08/08/2023 to 17/08/2023 between 11:00 AM to 01:00 PM. All the listed items can be inspected in the premises of O/O Deputy Dir., State DI laboratory, Abhoynagar
Contact Person	Dr. Jyotirmoy Roy, I/C, Dy. Director of ARDD, SDIL
Tender accepting authority	Director, ARDD, Govt. of Tripura
Last Date & time for submission of Tender for Auction	18/08/2023 up-to 05:00 PM
Date & time for opening of Tender for Auction	21/08/2023 on 11:00 AM
Tender material can be seen at	Notice Board of Directorate of ARD & Notice Board of State DI laboratory, Abhoynagar from 08/08/2023 to 18/08/2023

b) An EMD of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) only should be deposited for the tender in the form of an Account Payee Bank Draft from any Nationalized Bank in favour of "Director of ARDD", Government of Tripura.

(Dr. K. Sasikumar, IFS)
Spl. Secretary & Director
Animal Resources Development

ICA/C-1776/23

'৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক
মেলা ও প্রদর্শনী
৯-১০ আগস্ট, ২০২৩
পূর্বাশা প্রাঙ্গণ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
৯ আগস্ট, ২০২৩ বিকাল ৪ টা
উদ্বোধক
শ্রী টিংকু রায়
মাননীয় মন্ত্রী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
প্রধান অতিথি
শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুরনিগম
বিশেষ অতিথি
ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী
সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
সভাপতি
শ্রী হরিদুলাল আচার্য্য
মাননীয় সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ
অনুষ্ঠানে সকলের সাদর আমন্ত্রণ
দেবপ্রিয় বর্ধন
জেলাশাসক ও সমাহর্তা
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA/D-735/23

গান্ধী স্কুলের এনএসএস ইউনিটের 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রোগ্রাম আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। এনএসএস-এর উদ্যোগে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামীকাল বেলা বারোটায় আগরতলা পুর নিগম ৩১ নম্বর ওয়ার্ড প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেয়র দীপক মজুমদার উপস্থিত থেকে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে এমিনেন্ট সোশ্যাল এক্টিভিস্ট রাজীব ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর শ্রীমতি অঞ্জনা দাস, স্টেট এনএসএস অফিসার তথা এসোসিয়েট প্রফেসর ড় চিত্রজিৎ ভৌমিক, ম্যানেজিং কমিটির সচিব শান্তনু ভট্টাচার্য, সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট চন্দ্রশেখর দেব প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের প্রধান শিক্ষক টিটু সাহা। গান্ধী স্কুলের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার সীমা চাকমা এই অনুষ্ঠানে, যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি কামনা করছেন।

ক্রীড়া দপ্তরের 'ঠাকুরভাই' প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। মঙ্গলবার স্থানীয় এই এল এস হাসপাতালে বিকেলে সাময়িক রোগভোগে মারা যান ক্রীড়া দপ্তরে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নারায়ন ভট্টাচার্য (৫৩)। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদে কর্মরত ছিলেন। ১০ই আগষ্ট ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে কাজ করেছেন। তারপর রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদে নিরলস ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রিয়জনেরা অনেকেই ঠাকুরভাই বলে সম্বোধন করতেন। মিষ্টি হাঁসি দিয়ে সাদরে গ্রহন করতেন তিনি। সম্প্রতি স্পোর্টস স্কুলে বদলি হয়েছিলেন।

যোগ দেয়ার আগেই হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পরেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য আই এল এসে ভর্তি হন। বুধবার হাসপাতালেই চিরনিদ্রায় চলে যান। মৃত্যুকালে স্ত্রী সহ তিন মেয়েকে রেখে গেছেন। ক্রীড়া পর্ষদের তরফ থেকে সহকর্মীরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার সদগতি কামনা করেন। রাতেই বাটতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সহকর্মীরা তাঁর অকাল প্রয়ানে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার সদগতি কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান।

প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড়ের পাশে বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসো:

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। প্রতিভা রয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে জাতীয় আসরে অংশ নিতে পারছিল না ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের খেলোয়াড় হানতেলা কাসলেয়া ত্রিপুরা। মার্শাল আর্ট জাতীয় গেমসে পারদর্শী। ফুল বডি গ্র্যাপলিং সম্পর্কিত পেনচাক সাইলট চ্যাম্পিয়নশিপ তথা জাতীয় আসরে অংশগ্রহণের ডাক পেয়েছে ত্রিপুরার ধলাই জেলার প্রত্যন্ত এলাকার হানতেলা কাসলেয়া ত্রিপুরা। জাতীয় আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে। প্রতিভা থাকায় জাতীয় আসরে অংশগ্রহণের ডাক পেলেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আসরে অংশগ্রহণ তার পক্ষে দুরুহ ঠেকছিল। কার্যত ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়শনের পক্ষ থেকে তার মহারাষ্ট্র যাওয়ার যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচ তার হাতে আজ মঙ্গলবার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাফল্য কামনা করা হয়েছে সে যেন সেখানে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করতে পারে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আসরে খেলার জন্য জাতীয় দলের হয়ে সুযোগ পেতে পারে।

ক্রিকেট প্রেমীদের নজর আজ টিসিএ-র এস.জি.এম-এর দিকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। তারিখটা ৯ই আগস্ট। ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৫ সালে নাগাসাকির পর ২০২৩ সালে এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউস টার্গেট। বোমা প্রস্তুত।

এখন শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। তবে এই বোমাকে অনেকেই 'সাইলেন্ট বম্ব' বলে আখ্যায়িত করছেন।

ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক এজেন্ডা নিয়ে ঘোষিত স্পেশাল জেনারেল মিটিং-এর সাইলেন্ট বোমাটা এখন বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। অনেকে অপেক্ষমান পুরো বিষয়ের রস আস্বাদনের।

নাগাসাকির বোমায় হাজারো লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। এক্ষেত্রে টিসিএ-র এস.জি.এম বোমায় মানব শরীরে আঁচড় কাটার সম্ভাবনা নেই।

যা ঘটবে সেটা হলো টিসিএ-র সাদা দেওয়ালে ঐতিহাসিক দাগ কাটার শামিল।

গত ১৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত ১৬০ প্রহরে টিসিএ-র ঘটনা প্রবাহ সবারই জানা।

ঐতিহাসিক বিজ্ঞপ্তিতে কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সম্পাদককে ব্রাত্য রেখে সচিবের স্বাক্ষরের স্থলে যুগ্ম সচিব-এর স্বাক্ষর, টিসিএ নাট্যানুষ্ঠানের সর্বশেষ সংস্করণ। ২২ গজের বাইরে টেবিল চেয়ারের বৈঠকী ঘরানায় কার গুগলিতে কে কেমন স্কয়ার কাট মারে, তাই এখন দেখার অপেক্ষায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণ পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় সংস্কৃতিবোধ, চিন্তা-চেতনা ও দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মের কাছে আরও বেশী করে নিয়ে যেতে হবে। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও গবেষক ড. সৌরিশ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন এবং ২২শে শ্রাবণ প্রয়াণ দিবস আমরা সবসময়ই মনে রাখি। আজ এই দিনে তিনি প্রয়াত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু কবিগুরু এখনও আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের ছিল অবাধ বিচরণ। সঙ্কটকালে তিনি এখনও আমাদের উত্তরণের দিশা দেখান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশবাসীকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে তিনি রাখিবন্ধন উৎসব শুরু করেছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ শাসকদের গণহত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। ত্রিপুরার সাথে কবিগুরুর নিবিড় সম্পর্কের কথাও তিনি আলোচনায় উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, কবির সৃষ্টি অসীম। তাঁর সৃষ্টি আমাদের চিন্তা চেতনাকে ছুঁয়ে আছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন রবীন্দ্র রচনা অনুবাদ হয়ে আরও বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লেখক ও গবেষক ড. সৌরিশ দেববর্মা ও অনুষ্ঠানের সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সঙ্গীত, নৃত্যের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

চোরের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে বিলোনিয়া, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ আগস্ট।। বিলোনিয়ায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটেই চলছে, আতঙ্কিত জনগণ, হেলদোল নেই দক্ষিণ জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে থানা বাবুদের। একটি চুরির ঘটনার ও কুলকিনারা করতে পারছে না বিলোনিয়া থানার পুলিশ। থানায় অভিযোগ জানানোর পর চুরি হওয়াস্থলে গিয়ে ডাইরিতে চুরির ঘটনা লিপিবদ্ধ করে দায়িত্ব খালাস করে দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় ভীষণ বিরক্ত সাধারণ মানুষ , দাবি উঠছে রাত্রিকালীন টহল দারি জোরদার সহ নজরদারি ব্যাবস্থা আরো জোরদার করার জন্য দক্ষিণ জেলার পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। গত শনিবার রাতে বিলোনিয়া শহরের দুই দোকানের চুরির ঘটনার কুল কিনারা না করতেই আবারো চোরের দল হানা দিল সোমবার রাবার গোডাউনে , গোডাউনের তালা ভেঙে চার কুইন্টাল রাবারের সিট চুরি হয় বলে জানান এনএইচএমপি মাল্টিপল প্রোডাকশন ইউনিট টু এর মালিক মিঠুন মজুমদার ।বিলোনিয়া পাইখলা এলাকায় এনএইচএমপি মাল্টিপল প্রোডাকশন ইউনিট টু নামে রাবার প্রসেসিং ও রাবার গোডাউন রয়েছে।

চুরি কান্ডের ঘটনাটি ঘটে সোমবার গভীর রাতে, আর একটি চুরির ঘটনা ঘটে বিলোনিয়া জেল রোডে সুধীর চক্রবর্তির বাড়িতে, এখানে বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে রাতের বেলায় বাড়ির গেট ও ঘরের তালা ভেঙে চোরের দল ভাড়াটিয়া ঘর থেকে নগদ ১০,২০০/ও ও মালিক পক্ষ ও ভাড়াটিয়া পক্ষের ঘর থেকে গুরুত্বপূর্ন আসবাবপত্র নিয়ে যায় বলে জানায় জানায় তারা ,আজ সকালে চুরির খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ, চুরির মামলা নিয়ে সব গুলি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, এছাড়া এনএইচএমপি মাল্টিপল প্রোডাকশন ইউনিট টু এর মালিক মিঠুন মজুমদার জানান, আগস্ট মাসের ২ তারিখেও নাকি আগুন লাগে এই রাবার ফ্যাক্টরিতে কিভাবে আগুন লাগে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ফ্যাক্টরির মালিক এই আগুন লাগার ফলে ১২ থেকে ১৩ টনের মত রাবারের শিট পুড়ে যায় , এছাড়া ফ্যাক্টরি বিভিন্ন অংশ পুড়ে যায় , এসব চুরির পেছনে নেশাখোরদের একটা অংশকে দায়ী করছে জনগণ। দক্ষিণ জেলা জুড়ে হেরোইন, ব্রাউন সুগার ফেনসিডিল সহ বিভিন্ন নেশা বিক্রেতার ও সেবন কারীর আঁতুড় ঘর পরিণত হতে যাচ্ছে এই বিলোনিয়া শহর ও শহরতলীর আশপাশ এলাকা, যদি শক্ত হাতে দমন করা না যায় তাহলে চুরি, হিংসা এগুলি বাড়বে কমবে না। এর মধ্যে প্রায়ই জনগণ এইসব নেশা কারবারি ও নেশাখোর দের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, বিশেষজ্ঞ দের অভিমত এইভাবে যদি নেশার সাথে জড়িতদের ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে নেশার বারবারন্তে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের জীবন যেমন নষ্ট হবে তেমনি নেশার বার বারন্তে এই সমাজ কুলুষিত হবে।

বিলোনিয়াতেও স্বাধীনতা দিবসের মহড়া চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ আগস্ট।। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপিত হচ্ছে দেশজুড়ে ।সারাদেশের সাথে রাজ্যে প্রতিটি জেলায় প্রতিটি প্রান্তে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের পূর্ণ লগ্নে উত্তোলিত হবে জাতীয় পতাকা। আর দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মিনি স্টেডিয়াম মাঠে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন বাহিনীর কুচকাওয়াজ।আর তার মহড়ার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। প্যারেড কমান্ডেন্ট জিতেন্দ্র দেববর্মা নেতৃত্বে চলছে এই মহড়া। মহড়াতে অংশ নিয়েছে টিএসআর মহিলা পুলিশ পুলিশ এনসিসি এনএসএস স্কাউট এর মত বিভিন্ন বিভাগগুলি। প্রায় ২০০ জন এই কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করবে বলে জানান প্যারেড কমান্ডেন্ট। নিজেদের ভুল ত্রুটি গুলোকে অন্তিম লগ্নে ব্যান্ডের তালে তালে শুধরে নিচ্ছেন কুচক আওয়াজে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি সৈনিক।

রাস্তার বেহাল দশা, সারাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ আগস্ট।। মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে ধর্মনগর, কদমতলা, জয়পুর এলাকায় রাস্তা অবরোধে নামে সাধারণ মানুষ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর যাবৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তাটির অবস্থা খুবই বেহাল। এই রাস্তাটির সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীরা বেশ কয়েকবার রাস্তা অবরোধ করে দাবি জানায়। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এই ৩ নং ওয়ার্ডের গ্রামবাসীরা যারা ই-রিক্সা চালিয়ে জীবন যাপন করে তাদের চার পাঁচদিন যাবত রুটি রুজির রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে। কারণ রাস্তার কারণে তারা তাদের ই-রিক্সা নিয়ে বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া এই রাস্তার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাফেরা বন্ধ করে পড়াশোনা স্তব্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হয়। বহু কষ্টে বছরের পর বছর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। মঙ্গলবার সাধারণ মানুষের মধ্যে ধৈর্যের ফাটল দেখা দেয়। পরে তারা ধর্মনগর কদমতলা মূল সড়কে জয়পুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে দেয়। দুই দিকে কয়েক শতাধিক যানবাহন আটকে পড়ে।

গ্রামবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অবস্থায় তাদের দাবিতে অনুরোধ থাকে। ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ কিন্তু তাদের আশ্বাসে কোন লাভ হয়নি। সাথে সাথেই বেহাল রাস্তায় আপাতত আধলা ইট ফেলে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। রাস্তা অবরোধ মুক্ত করতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবীন্দ্রচন্দ্র দাস ছুটে যায়। কিন্তু ক্ষোভের মুখে উপপ্রধানকে ফিরে আসতে হয়। প্রধান গিয়েও একই অবস্থায় গ্রামবাসীদের তোপের মুখে পড়ে ঘুরে যেতে বাধ্য হন। যখন পূর্ত দপ্তর এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা এলাকায় গিয়ে সাময়িক সংস্কারের কাজে হাত দেয় তখন প্রায় দুই ঘন্টা পর ধর্মনগর কদমতলার ব্যস্ততম রাস্তাটি অবরোধ মুক্ত হয়। একদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অন্যদিকে রাস্তা অবরোধ সাধারণ অফিস যাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হয়ে কখন রাস্তা অবরোধ মুক্ত হয় তার প্রহর গুনতে থাকে। সাময়িক সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার পর অফিস যাত্রীরা যে যার গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়।

বিধানসভার জনমুখী বাজেট নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগস্ট।। মঙ্গলবার বিকাল চারটায় বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ষাটটি বুথের মহিলা ইনচার্জ মহিলাদের নিয়ে ২০২৩ বিধানসভা বাজেট অধিবেশন নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা সরকারের জনমুখী বাজেট ২০২৩ এর উপর আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব,বিশালগড় মন্ডলের ভারপ্রাপ্ত মন্ডল সভাপতি তপন দাস সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান, কাউন্সিলর ও মহিলা মোর্চার মন্ডল ও বুথ স্তরের মহিলা ইনচার্জগণ। ত্রিপুরা বিধানসভা ২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে ত্রিপুরার মহিলাদের জন্য আনিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। আলোচনা করতে গিয়ে সুশান্ত দেব বলেন দেশের প্রধান সেবক মাতৃ জাতিকে সন্মাননা জানানোর যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন রাজ্যে সরকার ও সেই দিশায় কাজ করছে।

বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ গেল দুই গরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ আগস্ট।। গোটা রাজ্য -টানা চারদিন যাবত প্রবল ভারি বর্ষণে রাস্তাঘাট জলে থৈ থৈ করছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত, যন্ত্রণায় প্রাণী কুল ঘাস পর্যন্ত খেতে পাচ্ছেনা, তার জন্য এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছে ঘাস খাওয়ার জন্য গুরু বাছুর। গতকাল বেলা১১ ঘটিকা একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কলম চোরা জলের পাপ মেশিনের সামনে বিদ্যুৎ খুঁটির লাইন শর্ট ছিল। সাড় গরুটি ঘাস খাওয়ার জন্য সামনে গিয়ে ,তারের শর্ট সার্কিটে লেগে যায় তৎক্ষণা গরুটি মারা গেছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। গরু মৃত্যুর খবর বিদ্যুৎ অফিসে বিদ্যুতের ইন করে দেয় তারপরে রুটি সরিয়ে নে এবং পঞ্চায়েতের কাছে কারেন্ট অফিসের কাছে দাবী করেন আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। কিন্তু একটা বিষয় হলো কুঠির চতুর্দিকে কোন রকম বেড়া ছিলনা। গরুটির মালিক ছিল উত্তরকলম চৌড়া নিবাসী সুব্রত দাস উনি একজন গরিব কৃষ উনার একমাত্র গরু পালনেই ভরসা একমাত্র জীবন জীবিকা নির্ভর করে তার উপরে। তিনি পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক এর নিকট এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দাবি করেন। অনুরোপ ভাবে আজ বেলা১২ ঘটিকার সময় বক্সনগর বিদ্যুতি স্কুলের সামনে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিটার খুঁটিতে তার আর থিং শর্ট হয়ে থাকার ফলে সেখানে একটি বাছুর গরু ঘাস খেতে যায়। সেটিও শর্ট হয়ে বিদ্যুৎপৃষ্টের মাধ্যমে মারা যায়। ঘটনার বিবরণের জানা যায় গরু টি ছিল বক্সনগর নিবাসী জীবন সাহা র। নিজের বাজারের দোকান দার আমজান হোসেন বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেন,বিদ্যুৎ লাইন বলে কথা, গেং ফেলে চেষ্টা করা হয়েছে, ততক্ষণে বাজেটের মৃত্যু হয়েছে।পরক্ষণে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুমন দেবনাথ উনার দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন বাছুর বাঁচানোর জন্য। বাঁচানো গেলোনা বাছুর টি কে, উনি গরুর মালিক জীবন শাহাকে বলেন আপনিপ্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে একটি ডেথ সার্টিফিকেট ইসু এবং গরুটি বাজার মূল্য কত হবে লিখিয়ে নিয়ে আসার জন্য। আমাদের অফিসে জমা দেন। কতটুকু সাহায্য করতে পারি। এখন দেখার বিষয় গরুর মালিক বাস্তবে কতটুকু সাহায্য পায়। সেদিকে তাকিয়ে জীবন সাহা এবং সুব্রত দাস।

বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারামারি গ্রেফতার ৮

বাঁকুড়া, ৮ আগস্ট (হি. স.) : শ্রাবণী উৎসব উপলক্ষে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ভাঙচুর করা হয় একের পর এক দোকান। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জনকে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট ।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে বাঁকুড়া শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রাবনী উৎসব উপলক্ষে মাইক বাজছিল বাঁকুড়া শহরের ১ নং ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর এলাকায়। সেই মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত। প্রথমে বচসা বাধে লাগোয়া পাড়ার সঙ্গে। এর পর বচসা ধীরে ধীরে সংঘর্ষের চেহারা নেয়। দুপক্ষের মধ্যে মারধরের ঘটনাও ঘটে।

মনিপুরে শান্তি ফেরাতে ত্রিপুরায় গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। শান্তি ফেরাতে রাজ্যের বিভিন্ন মনিপুরী সংগঠনগুলি যৌথভাবে গণ অবস্থান সংগঠিত করেছে মঙ্গলবার। ত্রিপুরা মনিপুরি কো প্রডিনেশন কমিটি ফর পিস ইন মনিপুরের পক্ষ থেকে এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে চার ঘন্টার গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয় ।উদ্যোক্তারা জানান, মনিপুরের সাধারণ মানুষ দাঙ্গা এবং অশান্তির পক্ষে নয়। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন তারা। তারা আরও বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা আসাম এবং ত্রিপুরাতে এ ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। মণিপুরে আংশিক সফল হয়েছে বলে জানান তারা। তাদের দাবি মণিপুরে শান্তি ফেরানো। মণিপুরের সাধারন মানুষের জন্য মনিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান তারা।

সাজা প্রাপ্ত ইমরান খানকে মাছি ও পোকামাকড়ে ভরা সেলে রাখা হয়েছে !

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট (হি.স.) : তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে জেলে বন্দি আছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। গত ৫ আগস্ট ইসলামাবাদের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত এই রায় ঘোষণার পরই ইমরানকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় পাঞ্জাবের অটোক জেলে।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআইয়ের) এই নেতাকে তৃতীয় শ্রেণির নিম্নমানের সেলে রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তার আইনজীবী নাঈম হায়দার পাঞ্জোথা।পিটিআইয়ের এই প্রধান আইনজীবী সোমবার বলেছেন ইমরানকে যে সেলে রাখা হয়েছে সেটির অবস্থা বেশ খারাপ। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ইমরানের সেলটি খুবই ছোট এবং সেটির ভেতর যে টয়লেটটি রয়েছে সেটি খোলা। এছাড়া পুরো সেলটি মাছি ও পোকামাকড়ে ভরা। তবে তা সত্ত্বেও ইমরান ভেঙে পড়েননি বলে দাবি করেছেন এই আইনজীবী। তিনি বলেছেন, পিটিআই চেয়ারম্যান বলেছেন তিনি তার পুরো জীবন জেলে কাটাতে প্রস্তুত আছেন।এই আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, ইমরান তাকে জানিয়েছেন, যখন লাহোরের জামান পার্ক থেকে পুলিশ তাকে আটক করতে গিয়েছিল তখন তারা কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখায়নি এবং তার স্ত্রী বুশরা বিবির ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।উল্লেখ্য, এর আগে সোমবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করে পিটিআই। এতে তারা আবেদন করে ইমরানকে যেন অটোক জেল থেকে আদিয়ালা জেলে নেওয়া হয়। কারণ 'শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভ্যাস এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে' তিনি প্রথম শ্রেণির সেলে থাকার দাবিদার।পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের চেয়ারম্যান ইমরান খান তোষাখানা মামলার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। মঙ্গলবার তার আইনজীবী নাঈম পানজুথা এ কথা জানান। আইনজীবী বলেন, একটি পিটিশন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছে। বুধবার এই মামলার শুনানি হবে।তোষাখানা মামলার রায়ে ইমরানকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেন ইসলামাবাদের জেলা বিচারিক আদালত। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকার সময় বেআইনিভাবে রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি।গেল বছর অনাস্থাভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রে রয়েছেন ইমরান খান। এতে অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গেল শনিবার ইমরান খানকে তাঁর লাহোরের জামান পার্কের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে রাজধানী ইসলামাদের কাছে একটি কারাগারে রাখা হয়েছে।টুইটারে আইনজীবী পানজুথার পোস্ট করা পিটিশনের কপিতে দেখা যায়, জেলা আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ায় 'সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট' ইমরান উচ্চ আদালত বরাবর ওই রায় 'অবৈধ ঘোষণার' আবেদন করেছেন।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের

ফুলবাড়ি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-২ এর কোচবিহার চা বাগানের বড় লাইন এলাকায় ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। দুর্ঘটনায় আহত আরও এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। পলাতক ডাম্পারের চালক।

জানা গেছে, মৃতের নাম, বন্ধন খাড়িয়া (৫৫)। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় আহত অনিল খাড়িয়া নামে আরও এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন দুপুরে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বন্ধন খাড়িয়া ও অনিল খাড়িয়া। সেইসময় মাথাভাঙ্গার দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'জনকে ধাক্কা মারে। ডাম্পারের চাকার নীচে পড়ে পিষে যান বন্ধন খাড়িয়া। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ও ফালাকাটা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। আহত অনিল খাড়িয়াকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। তাঁর খোঁজ চলছে।

টিভি দিল ধর্মনগর প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ আগস্ট।। ধর্মনগর প্রেস ক্লাবে ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ একটি ৪৩ ইঞ্চি টিভি তুলে দেন ধর্মনগর প্রেসক্লাবের সমস্ত সদস্যদের হাতে। ২০২৩ সালে নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন যাদব লাল দেবনাথ এর কাছে ধর্মনগর প্রেসক্লাব একটি আবেদন রেখেছিল ধর্মনগর প্রেসক্লাব কে একটি টিভি দেওয়ার জন্য, সেই মোতাবেক আজ তিনি একটি টিভি তুলে দেন প্রেস ক্লাবকে। বিধায়কের হয়ে প্রতুল মহন্ত প্রাক্তন যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি তিনি প্রেসক্লাবের সমস্ত সদস্যদের হাতে তুলে দেন টিভি উপস্থিত ছিলেন অপরাজিত শর্মা, বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ এর সহধর্মিনী মিনা নাথ। ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সম্পাদক ও সমস্ত সদস্যরা বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই উপহারের জন্য ধর্মনগর প্রেস ক্লাব ।

রাস্তা অবরোধ করল তারকপুর স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৮ আগস্ট।। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করার দাবিতে সড়ক অবরোধে বসলো তারকপুর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত চলে পড়ুয়াদের পথ অবরোধ। পরে কদমতলা থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে তারা।

জানা গেছে, এদিন সকাল আটটা নাগাদ তারকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আচমকা কদমতলা বাজার লাগোয়া কদমতলা — চুরাইবাড়ি, কদমতলা — তারকপুর ও কদমতলা — ধর্মনগর সড়কের সংযোগসল কদমতলা ট্রাফিক পয়েন্ট এলাকায় পথ অবরোধ করে বসে। অবরোধকারী শিক্ষার্থীদের দাবি তারকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নতিকরন করা ।কেননা, প্রত্যন্ত এলাকা তারকপুরে একটি মাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তাছাড়া মাধ্যমিক পাশ করার পর গরীব ছাত্র ছাত্রীরা কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে অন্য স্কুলে পড়াশোনা করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে টাকা পয়সার কারনে পড়াশোনা মাঝপথে থামিয়ে দিতে হচ্ছে। তাই তারকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রুপান্তরিত করার দাবি ছিল দীর্ঘ দিনের। সেই দাবিতে একাধিক আন্দোলন ও পথ অবরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দাবি সেই তিমিরেই রয়ে গেল। তাই নিরুপায় হয়ে আবারো পথ অবরোধে বসতে হলো শিক্ষার্থীদের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।